ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

কয়েকটি দলিল

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী

পূর্ব্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী

(ঢাকা অফিস হইতে)

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর।—গতকল্য ফজলুল হক মোসলেম হল মিলনায়তনে পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এক সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন।

NOVEMBER 18 1947 মূল্য দুই আনা

বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ঘোষণার দাবী

শত শত নাগরিকের স্বাক্ষর ও পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষি মন্ত্রীদের সমর্থন

প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজেমুদ্দীনের নিকট স্মারকপত্র দাখিল

ঢাকা, ১৭ই নভেম্বর।—বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া ঘোষণা করার অনুরোধ জানাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে একখানি স্মারক পত্র দাখিল করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শত শত নাগরিক এই স্মারক পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, মহিলা সকলেই আছেন।

"উর্দ্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে"

হায়দরাবাদে উর্দ্দু সম্মেলনে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের ঘোষণা

উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
কয়েকটি দলিল

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
কয়েকটি দলিল

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৮৯
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

বাএ ১২৯৮

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা বিভাগ

প্রকাশনায়
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
প্রকাশন বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

মূল্য : ১৫.০০ টাকা
বিদেশী মুদ্রায় ৩ মার্কিন ডলার

ভূমিকা

বাংলা একাডেমী থেকে 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' প্রণীত হচ্ছে, বর্তমান সংকলন গ্রন্থে তার কয়েকটি দলিল প্রকাশ করা হল। বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগ থেকে এ ইতিহাস প্রণয়নের কাজ চলছে। 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন' পরিষদ এ প্রকল্পের উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং 'সম্পাদনা পরিষদ' উপাদান বাছাইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দান করছেন।

'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ' এ পর্যন্ত পাঁচটি বৈঠক করেছেন। 'সম্পাদনা পরিষদ' একবার বৈঠক করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদের চতুর্থ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ইতিহাস প্রণয়নের কাজে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্রাকৃতি এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদের প্রথম বৈঠকে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ করা যায় এবং উপাদান সংগৃহীত হবার পর ইতিহাস রচনার বিষয় বিবেচনা করা যায়। তিনটি খণ্ডে এ ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, (ক) ১৯৪৭-১৯৫২ সাল পর্যন্ত ১ম খণ্ড, (খ) ১৯৫২ সাল দ্বিতীয় খণ্ড এবং (গ) ১৯৫৩-১৯৫৬ পর্যন্ত ৩য় খণ্ড। নিম্নরূপ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হবে ;

(ক) সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র ;

(খ) রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের লিফলেট, দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র ;

(গ) ভাষা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ;

(ঘ) গণ-পরিষদের ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিতর্ক ও অন্যান্য কাগজপত্র ;

(ঙ) বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি ;

(চ) বর্ণমালা সংস্কারের ও পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ; এবং

(ছ) বাংলাভাষা বিরোধী তৎপরতা (বেতারে ও সরকারী প্রকাশনায় ব্যবহৃত বাংলাভাষা পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত ভাষা বিষয়ক নীতি ইত্যাদি)।

এ আলোকে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। বেশ কিছু উপাদান ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়ে গেছে এবং নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ এবং সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে এবং এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ এখনো চলছে।

ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ সহ অন্যান্য কাজ করেছেন গবেষণা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা। দৈনিক আজাদ পত্রিকা থেকে দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন জনাব নুরুল ইসলাম ও শফিকুর রহমান চৌধুরী। উপাদান সংগ্রহের এ ব্যাপক প্রয়াসের ফলে এ পর্যন্ত অনালোচিত বহু তথ্য পাওয়া গেছে, এ সবের আলোকে ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বহু উপাদান এ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো জনগণের সচেতন ও সক্রিয় সহায়তা পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। শহীদ দিবসকে সামনে নিয়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ এ ব্যাপারে জনগণের কাছে সহায়তা কামনা করছে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান কারো কাছে থাকলে তা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বাংলা একাডেমী এজন্য প্রকাশিতব্য ইতিহাস গ্রন্থে যথারীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

আহ্বায়ক
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ
ও
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ

মহাপরিচালক
ফাল্গুন, ১৩৮৯

সূচী

কয়েকটি শিরোনাম	১
পত্র-পত্রিকা ও সঙ্কলনের তালিকা	২৩
গৃহীত সাক্ষাৎকারের বিবরণ	২৪
পত্র-পত্রিকা থেকে সঙ্কলন	২৫
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ	৬৮
সম্পাদনা পরিষদ	৬৯
সঙ্কলন ও উপাদান সংগ্রাহক	৭০

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্রথমে শিরোনাম সংগ্রহ করা হয়। পরে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নকল করা অথবা জোরোক্স কপি করা হয়। এভাবে সংগৃহীত কিছু শিরোনাম নীচে দেয়া হল।

.................বঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না
লীগ সম্পাদক মিঃ আবুল হাশেমের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ
দৈনিক আজাদ, ১১ই মে, ১৯৪৭

.................যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় মিঃ জিন্নাহর আপত্তি।
কায়েদে আজমের নির্দেশ না মানিলে প্রধান মন্ত্রীত্ব ত্যাগই একমাত্র পন্থা
দৈনিক আজাদ, ১৭ই মে, ১৯৪৭

.................অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব
লীগ হাইকমাণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত
দৈনিক আজাদ, ১৮ই মে, ১৯৪৭

.................উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে
হায়দরাবাদ উর্দু সম্মেলনে চৌধুরী খালেকুজ্জমানের ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ১৯শে মে, ১৯৪৭

.................বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুসলিম বাংলা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইবে
মাওলানা আকরম খাঁর বিবৃতি
লাহোর প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন পরিকল্পনা গ্রহণের অযোগ্য
দৈনিক আজাদ, ২০শে মে, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, স্বাধীন বাংলা
দৈনিক আজাদ, ২৪শে মে, ১৯৪৭

.................শরৎ বসু পরিকল্পিত বাংলার ভাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সাংবাদিকের নিকট মিঃ বসুর বর্ণনা
দৈনিক আজাদ, ২৪শে মে, ১৯৪৭

.................মিঃ বসুর ফর্মূলায় লীগ হাইকমাণ্ড ও কায়েদে আজমের অসম্মতি
দৈনিক আজাদ, ২৫শে মে, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, 'শরৎ-সোহরাওয়ার্দী ফর্মূলা'
দৈনিক আজাদ, ২৫শে মে, ১৯৪৭

.................ঢাকায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বিরূপ সম্বর্ধনা
বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকল্পে আহূত সভা পণ্ড
দৈনিক আজাদ, ২৬শে মে, ১৯৪৭

..................স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র
হায়দরাবাদে শিক্ষা মন্ত্রীর বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৭শে মে, ১৯৪৭

সম্পদকীয়, 'বাংলা ও বড়লাটের পরিকল্পনা'
দৈনিক আজাদ, ২৭শে মে, ১৯৪৭

..................বসু-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলার নিন্দা
ঢাকায় বিরাট জনসভা
দৈনিক আজাদ, ২৮শে মে, ১৯৪৭

..................বসু-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলা সম্পর্কে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত
কায়েদে আজম জিন্নার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ।
দৈনিক আজাদ, ২৯শে মে, ১৯৪৭

..................বৃটিশ প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার
নিখিল ভারত মুসলীম লীগ
কাউন্সিলের নিকট বাংলার স্মারকলিপি
দৈনিক আজাদ, ৯ই জুন, ১৯৪৭

..................খণ্ডিত বাংলা দেশী ও বিদেশী শোষকের ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে
মিঃ শরৎচন্দ্রবসুর বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৯ই জুন, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, কলিকাতা ও স্বাধীনতা
দৈনিক আজাদ, ১৪ই জুন, ১৯৪৭

..................সমৃদ্ধ মোসলেম বাংলা
বিশ্ব জাতির দরবারে সমাদৃত হইবে
সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২১শে জুন, ১৯৪৭

..................মুসলিম বাংলার শিক্ষার আমূল সংস্কারের আয়োজন। সরকার কর্তৃক
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত।
দৈনিক আজাদ, ২৫শে জুন, ১৯৪৭

কাজী আবুল হোসেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'
দৈনিক আজাদ, ৬ই জুলাই, ১৯৪৭

আঃ মতিন, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'
দৈনিক আজাদ, ২১শে জুলাই, ১৯৪৭

..................আমরা কলিকাতা পাইবোই
ফজলুলহকের ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ২১শে জুলাই, ১৯৪৭

এ, কে, নূরুল হক বি-এ, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'
'দৈনিক আজাদ, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'
দৈনিক আজাদ, ২৯শে জুলাই, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, 'শিক্ষা সমস্যা'
দৈনিক আজাদ, ১৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

মুস্তাফিজুর রহমান, 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা'
দৈনিক আজাদ, ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৭

আয়েশা বেগম, 'ভাষা সমস্যা'
দৈনিক আজাদ, ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৭

..................সাহিত্য, কৃষ্টি, তাহজিব ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে বাঙালী এক
ঢাকা প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের বিজয়া ও ঈদ মিলন উৎসবে
বাহার সাহেবের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, 'শিক্ষার বাহন'
দৈনিক আজাদ, ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭

..................পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজী থাকিবে
দৈনিক আজাদ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
দৈনিক আজাদ, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................শিক্ষা সম্মেলনে ভাষা সমস্যা
প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার সম্ভাবনা
দৈনিক আজাদ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, 'রাষ্ট্র ও জাতীয়তা'
দৈনিক আজাদ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সভা
দৈনিক আজাদ, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী
তমদ্দুন মজলিসের সভায় জনাব নূরুল আমীনের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................উর্দু সম্পর্কে বাহার সাহেবের মন্তব্য
দৈনিক আজাদ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবী
প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট স্মারকপত্র দাখিল
দৈনিক আজাদ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

..................পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
বাংলার দাবী বিবেচনার জন্য প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি
দৈনিক আজাদ, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৭

..................শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার
জনাব হাবীবুল্লাহ বাহার কর্তৃক সরকারী উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ
দৈনিক আজাদ, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৪৭

..................উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার সম্ভাবনা
পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে জনাব ফজলুর রহমানের সুপারিশ
দৈনিক আজাদ, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৭

..................উর্দু পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হইবে না
লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রদত্ত অধিকার বলে মওলানা আকরম খাঁর ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
ঢাকার ছাত্রদের বিরাট শোভাযাত্রা
দৈনিক আজাদ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

..................বাঙালীদের উপর জোর করিয়া উর্দু ভাষা চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই
আজাদের প্রতিনিধির কাছে জনাব ফজলুর রহমানের ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

..................ঢাকায় বাংলা ও উর্দু ভাষা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ
দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

পূর্ব বঙ্গে রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবে না
তমিজুদ্দীন খানের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়, 'রাষ্ট্রভাষা'
দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

...................উর্দু কিছুতেই বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না
মুসলিম হলের সভায় মওলানা আকরম খাঁর ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

...................উর্দুকে সাধারণ ভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে মাত্র
পাকিস্তান শিক্ষা দফতরের প্রেসনোটে ঘটনা বিশ্লেষণ
দৈনিক আজাদ, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'
দৈনিক আজাদ, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭

...................পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
সিলেটের মহিলাদের দাবী
দৈনিক আজাদ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

...................পাক গণ-পরিষদে বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার দাবী
দৈনিক আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

...................বাংলা ভাষার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ
দৈনিক আজাদ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

সম্পাদকীয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন'
দৈনিক আজাদ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

...................পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কম নহে
পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়ার্দী
দৈনিক আজাদ, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

...................বাংলাভাষাকে উচ্ছেদ করিবার কোন ইচ্ছা নাই
পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও শাসনকার্যে প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহৃত হইবে
জনাব লিয়াকত আলী খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮

...................বঙ্গ ভাষায় গাড়ীর নম্বর প্লেট
ড্রাইভারের ৫ টাকা জরিমানা
দৈনিক আজাদ, ১৪ই মার্চ, ১৯৪৮

...................ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সভায় কায়দে আজমের বক্তৃতা
প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা প্রদেশবাসী স্থির করিবে
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব
দৈনিক আজাদ, ২৬শে মার্চ, ১৯৪৮

...................পূর্ববঙ্গের জনমত উর্দুর সমর্থক
কায়েদে আজম সকাশে জমিয়ত প্রতিনিধিদের স্মারকলিপি
দৈনিক আজাদ, ২৭শে মার্চ, ১৯৪৮

...................বাংলাকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত
পূর্ববঙ্গ পরিষদে প্রস্তাব
দৈনিক আজাদ, ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৮

সম্পাদকীয়, 'রাষ্ট্রভাষা ও মাইনরিটি'
দৈনিক আজাদ, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৮

...................পাকিস্তানে আরবী ভাষা
মিশরীয় সাংবাদিকের নিকট ফজলুর রহমানের উক্তি
দৈনিক আজাদ, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮

...................বাংলা ভাষার সংস্কার ও মান নির্ধারণের জন্য কমিটি নিযুক্ত
দৈনিক আজাদ, ৯ই মার্চ, ১৯৪৯

...................ভাষার দাবীতে ছাত্র বিক্ষোভ
৬ জন ছাত্র গ্রেফতার
দৈনিক আজাদ, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৯

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, 'বাংলা ভাষা ও আরবী'
দৈনিক আজাদ, ১৫ই মার্চ, ১৯৪৯

সম্পাদকীয়, 'বর্ণমালার বিতর্ক'
দৈনিক আজাদ, ১৯শে মার্চ, ১৯৪৯

...................উর্দু ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা
চট্টগ্রামে ডাঃ আবদুল হকের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ৩০শে মার্চ, ১৯৪৯

...................বেতারে সাদানীর আপত্তিকর বক্তৃতা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সভায় পদচ্যুতি দাবী
দৈনিক আজাদ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৯

...................বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্রের গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা
দৈনিক আজাদ, ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৯

অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আরবী হরফে বাংলা
দৈনিক আজাদ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৯

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, 'বাংলা বনাম আরবী হরফ'
দৈনিক আজাদ, ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৯

ডঃ আবদুল হকের বক্তৃতা, 'পূর্ববঙ্গ উর্দুর স্বপক্ষে'
ঢাকা ক্লাবের সম্বর্ধনা সভায়'
দৈনিক আজাদ, ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৯

ডঃ সাদানী, 'পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন'
দৈনিক আজাদ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৯

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'আরবী হরফে বাংলা ভাষা'
দৈনিক আজাদ, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৯

...................পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু প্রচার
অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৩রা মে, ১৯৪৯

ডঃ সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, 'বাংলাভাষা ও আরবী বর্ণমালা'
দৈনিক আজাদ, ২২শে মে, ১৯৪৯

অধ্যাপক খলিলুর রহমান, বর্ণমালা বিতর্ক
দৈনিক আজাদ, ৩০শে মে, ১৯৪৯

মুহম্মদ এনামুল হক, আরবী হরফে বাংলা সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসা'
দৈনিক আজাদ, ৫ই জুন, ১৯৪৯

...................ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘট
দৈনিক আজাদ, ১৪ই জুন, ১৯৪৯

সম্পাদকীয়, 'জাতীয় সাহিত্য'
দৈনিক আজাদ, ২১শে জুন, ১৯৪৯

...................বাংলা ভাষায় মুদ্রিত মনি অর্ডার ফরম
দৈনিক আজাদ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

...................একামত্র উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা
করাচীতে পাঠাগারের দ্বারোৎঘাটন কালে লিয়াকত আলীর বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

...................শত্রুপক্ষীয় চরদের রাষ্ট্রবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী
মোমেনশাহীর জনসভায় প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ভাষণ
দৈনিক আজাদ, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৯

...................বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের প্রস্তাব
দৈনিক আজাদ, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৯

...................বাংলা ভাষায় আরবী হরফে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ
দৈনিক আজাদ, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রয়োজন
পাক-পররাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ৩০শে মে, ১৯৫০

..................আওয়ামী লীগের কর্মপন্থা
দৈনিক আজাদ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

বাংলাভাষা বাংলা অক্ষরেই লেখা হইবে
পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত
দৈনিক আজাদ, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

..................গণ পরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা
দৈনিক আজাদ, ৯ই অক্টোবর, ১৯৫০

..................পূর্ববঙ্গ শিক্ষা সংস্কার
সরকার কর্তৃক কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য
দৈনিক আজাদ, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫১

..................কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যবস্থাই পূর্ববঙ্গের লবন সঙ্কটের কারণ
দৈনিক আজাদ, ২২শে অক্টোবর, ১৯৫১

..................প্রাদেশিকতা দমন করুন
জনাব ফজলুর রহমানের আহ্বান
দৈনিক আজাদ, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫২

..................বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
বার লাইব্রেরী হলে কর্মী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠিত
দৈনিক আজাদ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ
সোমবার পূর্ণ ধর্মঘট পালিত
শোভাযাত্রা সহকারে দশ সহস্র
ছাত্র-ছাত্রীর শহর প্রদক্ষিণ
দৈনিক আজাদ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী
এক মাসের জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ
দৈনিক আজাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................শেখ মুজিবরের অনশন ধর্মঘট
নৈনিক আজাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের
গুলী বর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ ৪ ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত
হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক
স্কুলের ছাত্র সহ ৬২ জন গ্রেফতার
গুলী বর্ষণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাস
দৈনিক আজাদ, ২২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................ভাইস চ্যান্সেলরের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

সম্পাদকীয়, 'তদন্ত চাই'
দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................গুলীচালনা সম্পর্কে তদন্তের আশ্বাস
দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশ
শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতি
সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব
পুলিশ ও সৈন্যদের গুলীতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত : ৭ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারী
শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ শহরে স্বতঃস্ফুর্ত হরতাল পালন
পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দী-নের পরিষদ সদস্যপদে ইস্তফা
দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................নিরস্ত্র ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা
শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ
দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................ঢাকায় সান্ধ্য আইন
দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী,১৯৫২

..................নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘট
স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে ভাসানী
দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

সম্পাদকীয়, 'পদত্যাগ করুন'
দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................গুলীবর্ষণ সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
দৈনিক আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................বাংলা ভাষার সমর্থনে লাহোরের ছাত্রবৃন্দ
দৈনিক আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী
বিভিন্ন স্থানের জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত
দৈনিক আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................মওলানা তর্কবাগীশের পদত্যাগ
দৈনিক আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অদ্য প্রতিবাদ দিবস পালন
একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব গৃহীত
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
দৈনিক আজাদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................শহীদ ছাত্রদের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
করাচীর পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধ
গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী
দৈনিক আজাদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছা সরকারের নাই
প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................সোমবার ঢাকা শহরে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত
জননিরাপত্তা আইন অনুসারে ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেফতার
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার নিন্দা
ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি নহে বলিয়া আহ্বায়কের উক্তি
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................অদ্য শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................প্রাদেশিকতা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিপদস্বরূপ
লাহোরে গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী আদায়ের আশ্বাস
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

সম্পাদকীয়, রাষ্ট্রভাষা ও মিঃ সোহরাওয়ার্দী
দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পুলিশ কর্তৃক তল্লাসী
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকসহ বহু ছাত্র গ্রেফতার
মেডিকেল হোস্টেলে নির্মিত শহীদ স্তম্ভের বিলোপ
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................সলিমুল্লাহ হলে তল্লাসী
জনাব ফজলুল হকের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

জনাব নূরুল আমীনের কাজের সমালোচনা
জনাব এম, এ, সবুরের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলী চালনাই একমাত্র উপায় নহে
জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার সমালোচনা
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাম্প্রতিক বিবৃতি
পূর্ব পাক আওয়ামী মুসলিম লীগ সেক্রেটারীর তীব্র সমালোচনা
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

...................নারায়ণগঞ্জে জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে ৪৫ ব্যক্তি আহত
দৈনিক আজাদ, ২রা মার্চ, ১৯৫২

...................বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হইলে পুনরায় আন্দোলন শুরু হইবে
লীগ নেতৃবৃন্দ ও গণ-পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্র লীগের হুঁশিয়ারী
দৈনিক আজাদ, ৫ই মার্চ, ১৯৫২

...................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর পিছনে পূর্ববঙ্গের জনগণের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে
ঢাকা সফরের পর জনাব সুলেরীর ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ৬ই মার্চ, ১৯৫২

...................ঢাকায় গুলীবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় প্রদেশব্যাপী বিক্ষোভ
দৈনিক আজাদ, ৬ই মার্চ, ১৯৫২

...................উর্দু ভাষা উন্নয়নে সরকারী সাহায্য
দৈনিক আজাদ, ৭ই মার্চ, ১৯৫২

..................নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা
জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক সমালোচনা
দৈনিক আজাদ, ১০ই মার্চ, ১৯৫২

..................পূর্ব পাকিস্তানের আবাল বৃদ্ধবণিতা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাহে
পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিকের ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা
দৈনিক আজাদ, ১১ই মার্চ, ১৯৫২

..................ভাষা আন্দোলনের সুযোগানেষী দুশমনদের সম্পর্কে সতর্ক হউন
দিনাজপুরের জনসভায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর ঘোষণা
দৈনিক আজাদ, ১২ই মার্চ, ১৯৫২

..................আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ
দৈনিক আজাদ, ১৪ই মার্চ, ১৯৫২

..................আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
গণ-পরিষদে আলোচনার জন্য গাজদারের নোটিশ
দৈনিক আজাদ, ১৬ই মার্চ, ১৯৫২

..................গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের ভার
বিচারপতি মিঃ এলিসের উপর অর্পিত
দৈনিক আজাদ, ১৭ই মার্চ, ১৯৫২

..................বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদে পূর্ব পাক সম্পাদকগণের যুক্ত বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২০শে মার্চ, ১৯৫২

..................পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
উর্দুর পক্ষে ডাঃ আবদুল হকের যুক্তি প্রদর্শন
দৈনিক আজাদ, ২৩শে মার্চ-১৯৫২

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
পূর্ব পাকিস্তান জমিয়ত প্রেসিডেন্টের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২৪শে মার্চ, ১৯৫২

..................৮ই এপ্রিল গণ-পরিষদে ভাষা প্রস্তাব আলোচনার দিন ধার্য
দৈনিক আজাদ, ২৯শে মার্চ, ১৯৫২

..................কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা
দৈনিক আজাদ, ৩০শে মার্চ, ১৯৫২

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
বার্মা প্রবাসী পূর্ব-পাক-মুসলমাদের সমর্থন
দৈনিক আজাদ, ১লা এপ্রিল ১৯৫২

..................উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ
উত্তর সিলেট মুসলিম লীগ জেলা জমিয়েতের সভায় প্রস্তাব
দৈনিক আজাদ, ৬ই এপ্রিল, ১৯৫২

..................লাহোরে উর্দু সম্মেলন
উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণার দাবী
দৈনিক আজাদ, ৮ই এপ্রিল, ১৯৫২

..................কায়দে আজমের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষা প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া কর্তব্য
ফাতেমা জিন্নাহর বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫২

..................গণ-পরিষদে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত
দৈনিক আজাদ, ১২ই এপ্রিল, ১৯৫২

..................আগামী নির্বাচন ও আওয়ামী লীগ
সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ভূমিকা বিশ্লেষণ
দৈনিক আজাদ, ৫ই জুলাই, ১৯৫২

..................পূর্ববঙ্গ দিবস পালনের পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী
দৈনিক আজাদ, ১১ই নভেম্বর, ১৯৫২

..................পাকিস্তানকে রাজনীতিকদের মৃগয়াকাননে পরিণত হইতে দেওয়া চলে না
পার্লামেণ্টে জনাব নূরুল আমীনের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫২

..................সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ
ঢাকায় জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দী
দৈনিক আজাদ, ২২শে নভেম্বর, ১৯৫২

..................আজাদ পত্রিকার ভূমিকায় পার্লামেণ্টে হিন্দু সদস্যদের গাত্রদাহ
দৈনিক আজাদ, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫২

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
গণতন্ত্রী দলের সম্মেলনে সরদার শওকত হায়াতের বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৩

..................রাজনৈতিক কর্মী আটকের নিন্দা
রংপুরের জনসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

..................লীগ সরকারের কার্যাবলী
বিভিন্ন সভায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা
দৈনিক আজাদ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

..................কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও বিদেশী মুদ্রার খাতে পূর্ববঙ্গের দান
জনাব আসাদুল্লাহ কর্তৃক জনাব মীর হোসেনের বক্তৃতার প্রতিবাদ
দৈনিক আজাদ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

..................২১শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের ইস্তেহার
দৈনিক আজাদ, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

..................ভাষা আন্দোলনের শহীদগণের প্রতি ঢাকার নাগরিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলী
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও বন্দীমুক্তির দাবী জ্ঞাপন
দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

..................বিভিন্ন স্থানে শহীদ দিবস উদযাপন
বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
দৈনিক আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

..................রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীর অনুরোধ
পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

..................কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও পূর্ববঙ্গ
দৈনিক আজাদ, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

..................স্কুলে উর্দু বাধ্যতামূলক পড়ন সম্পর্কে দেশবাসীর মতামত লীগের মারফত জানাইবার জন্য জনাব সবুরের আহ্বান
দৈনিক আজাদ, ৯ই মার্চ, ১৯৫৩

..................বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু শিক্ষা 'ডন' পত্রিকায় জনাব সবুরের সমালোচনা
দৈনিক আজাদ, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৩

..................পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ
পার্লামেন্টে অহিদুজ্জামানের অভিযোগ
দৈনিক আজাদ, ২১শে মার্চ, ১৯৫৩

..................মরনিং নিউজের প্রচারণা
জনাব সবুরের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২৩শে মার্চ, ১৯৫৩

...................মওলানা ভাসানীর অনশন
সরকারী আটক নীতির প্রতিবাদ
দৈনিক আজাদ, ২৪শে মার্চ, ১৯৫৩

...................ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য আরবী হরফে বাংলা লিখার সুপারিশ
লাহোরে মালিক ফিরোজ খান নুনের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৩১শে মার্চ, ১৯৫৩

সম্পাদকীয়, 'বাংলা একাডেমী'
দৈনিক আজাদ, ২রা এপ্রিল, ১৯৫৩

...................রাষ্ট্রভাষা ও ভাসানীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ
নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ২রা জুন, ১৯৫২

...................পূর্ববঙ্গে বন্দীমুক্তি আন্দোলন
শক্তিশালী করার জন্যে জনাব হাশিমের আবেদন
দৈনিক আজাদ, ১০ই জুন, ১৯৫৩

...................পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গের দায়িত্ব
মোমেনশাহীতে প্রদত্ত মানপত্রের জবাবে গভর্ণর খালিকুজ্জমানের
বক্তৃতা
দৈনিক আজাদ, ২৫শে জুন, ১৯৫৩

...................পূর্ববঙ্গে উর্দু শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে শেখ মুজিবর
রহমানের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৩০শে আগস্ট ১৯৫৩

...................ভাষার সংখ্যা হ্রাস করার দাবী
ঢাকায় ছাত্রদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ
দৈনিক আজাদ, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

...................পূর্ববঙ্গের বহুভাষা সমস্যা ও তার সমাধান
অধ্যাপক আবুল কাশেম
দৈনিক আজাদ, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

...................বাংলা ভাষার দাবী উর্দুর দাবীর পরিপন্থী
রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দুর সুবর্ণ জয়ন্তীতে আগত
আগত প্রতিনিধিদের অভিমত
দৈনিক আজাদ, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৩

সম্পাদকীয়, কেন্দ্রের ক্ষমতা
দৈনিক আজাদ, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৩

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্ন
জনাব ফজলুল হকের বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৩

..................বিরোধী দলসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠনই জনগণের কাম্য
মওলানা ভাসানী কর্তৃক রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও পাবনা সফরের অভিজ্ঞতা
দৈনিক আজাদ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৩

..................আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠন
মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি
দৈনিক আজাদ, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩

..................ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য অদ্য সরকারী ভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, পূর্ববঙ্গ সরকারের ঘোষণা
দৈনিক আমার দেশ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ভাষা ও সংস্কৃতি
দৈনিক ইত্তেফাক, ঈদ সংখ্যা, ১৯৫৭

..................মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত
ভারতীয় গেজেটে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রস্তাব প্রকাশ
দৈনিক ইত্তেহাদ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৮

..................করাচীতে আরবী কলেজ
মিঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক উদ্বোধন
দৈনিক ইত্তেহাদ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৮

..................উর্দুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সম্মেলন আহ্বানের আয়োজন
দৈনিক ইত্তেহাদ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৮

..................পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার মান উন্নত রাখার আহ্বান
মোমেনশাহী শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি জনাব ইব্রাহিম খাঁর অভিভাষণ
আরবী হরফে বাংলা লেখার অসাধু প্রচেষ্টার প্রতিবাদ
দৈনিক ইত্তেহাদ, ১২ই জুন, ১৯৪৯

সম্পাদকীয়, 'ভাষা বিভ্রাট'
দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান, ১লা পৌষ, ১৩৫৪

..................সিংহলীকে একমাত্র সরকারী ভাষা করার সিদ্ধান্ত ৬৫-২৮ ভোটে গৃহীত। প্রতিবাদে তামিলীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ
জরুরী অবস্থায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে তলব।
দৈনিক চাষী, ১লা আষাঢ়, ১৩৬৩

...................সহযোগীরা কি বলেন
দৈনিক চাষী, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৩

...................বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্যকরী করার জন্য ডঃ শহীদুল্লার প্রস্তাব।
দৈনিক চাষী, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৩

...................বাংলা ভাষার উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ৮৩ সহস্র টাকা মঞ্জুর।
দৈনিক চাষী, ৫ই কার্তিক, ১৩৬৩

...................একুশের অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপক আয়োজন। জনসভা-শোভাযাত্রা ও পূর্ণাঙ্গ হরতাল পালনের ব্যবস্থা।
দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

...................পূর্ববঙ্গের গণদাবীর চাপে শেষ মুহূর্তে সরকারের নতি স্বীকার। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিকট শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত
দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আকবর আলী, 'ভাষা সমস্যা ও পাকিস্তানের সংহতি'
দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

সম্পাদকীয়, 'এই আলোক বর্তিকা'
দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

এ,কে, নাজমুল করিম, 'ভাষা ও রাষ্ট্র'
দৈনিক সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

...................রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইলে বাংলার লোকেরা দুইশত বৎসর পিছাইয়া যাইবে
সাপ্তাহিক আলোড়ন, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

...................বাংলায় এমন লোক কি দুষ্প্রাপ্য হইল যাঁহারা নিজের দেশকে গঠন করিবার যোগ্যতা রাখেন?
সাপ্তাহিক ইনছাফ, ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৭

বুদ্ধদেব বসু, 'চিঠি'
কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ সংখ্যা

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সংবাদের প্রতিবাদ
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বিবৃতি
কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

এস. ওয়াজেদ আলী বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট ল, 'ঐক্যের পথ'
কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়, 'শাসনতন্ত্র প্রসংগে'
কাফেলা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা,

সম্পাদকীয়, 'খসড়া শাসনতন্ত্র প্রসংগে
কাফেলা, দশম বর্ষ, ২৫শ ২৬শ সংখ্যা

..................'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'
চারিদিকে আজ একই আওয়াজ
সাপ্তাহিক খাদেম, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

..................'আমাদের কথা'
মুকুল, ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৯

..................রাষ্ট্রভাষা আরবী করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ
সৈনিক, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৯

..................বাংলার হরফ সমস্যা
সৈনিক, ১লা মার্চ, ১৯৪৯

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'সোজা বাংলা'
সৈনিক, ১লা মার্চ, ১৯৪৯

অধ্যাপক এম. এ. কাশেম, সোজা বাংলা
সৈনিক, ১৮ই মার্চ, ১৯৪৯

নইমুদ্দিন আহমদ, 'বাংলা ভাষায় আরবী বর্ণমালা'
সৈনিক, ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৯

আবদুল গফুর 'বাংলা হরফের উপর কোন শয়তানী হামলা বরদাশত করা হইবে না'
সৈনিক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

দৌলতন নেছা খাতুন, 'ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি আরজি'
সৈনিক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

..................উর্দু হরফ গ্রহণের বিরুদ্ধে মজলিসের প্রতিবাদ সভা
সৈনিক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

..................উর্দু হরফে বাংলা লিখিতে দেওয়া হইবে না
সৈনিক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

...................হরফের সমস্যা জনগণই মীমাংসা করিবে
সৈনিক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

...................কেন্দ্রীয় বর্ণমালা সংগ্রাম পরিষদ
সৈনিক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

...................বাংলা ভাষাকে করাচীর স্কুল-সমূহের দ্বিতীয় অবশ্য পাঠ্য করিবার দাবী
সৈনিক, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫০

...................মাতৃভাষা নিয়া ছিনিমিনি খেলা চলিবে না
সৈনিক, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫০

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'হরফ বদল সম্পর্কে ক'টি আরজ'
সৈনিক, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫০

অধ্যাপক মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, 'পূর্ব পাকিস্তানের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা'
সৈনিক, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

...................ভাষা আন্দোলনের চুক্তি কার্যকর কর
সৈনিক, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

আবুল করিম, 'হরফ বিতর্ক'
সৈনিক, ৫ই মার্চ, ১৯৫০

শামসুল হক, 'হরফ বিতর্ক'
সৈনিক, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫০

...................পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে ?
সৈনিক, ২১শে মে, ১৯৫০

আবদুল গফুর, বাংলা ভাষা ও হরফ হত্যার নতুন ষড়যন্ত্র
সৈনিক, ২৮শে মে, ১৯৫০

এরশাদ হোসেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জনগণ'
সৈনিক, ১৮ই জুন, ১৯৫০

বাংলা ভাষার সংস্কার : বিশেষজ্ঞ কমিটির চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ
সৈনিক, ৯ই জুলাই, ১৯৫০

...................আরবী হরফে বাংলা লেখার অভিযান
সৈনিক, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

..................হরফ পরিবর্তন হইবে না
ভাষা সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত
সৈনিক, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

..................বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী
সৈনিক, ৮ই অক্টোবর, ১৯৫০

..................একটি ঘোষণা
নতুন লিখন পদ্ধতি
সৈনিক, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫০

আসকার ইবনে শাইখ, ভাষার উপর জুলুম
সৈনিক, ২৫শে মার্চ, ১৯৫১

..................লাহোরের চিঠি
বাংলাভাষা ও পশ্চিম পাকিস্তান
সৈনিক, ১৩ই মে, ১৯৫১

..................বাংলা ভাষার সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন
সৈনিক, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫১

সম্পাদকীয়, 'রাষ্ট্রভাষা আরবী'
নওবাহার, ফালগুন, ১৩৫৬

রাষ্ট্রভাষার অন্তরালে (সংকলন)
নওবাহার, ফালগুন, ১৩৫৮

সম্পাদকীয়, 'ভাষা আন্দোলন'
নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৮

ডক্টর এম. আবদুল কাদের, 'রাষ্ট্র-ভাষা'
নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯

..................পাকিস্তানের ৭টি রাষ্ট্রভাষা হওয়া কি সম্ভবপর ?
নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯

সম্পাদকীয়, 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা'
নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯

..................পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা (আলোচনা)
নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯

এস, এম, ছদরুদ্দিন, নাগরিক শিক্ষা
মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৫৪

এম, আই, চৌধুরী, এম, এ (আলিয়া), পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৭

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শিক্ষায় ভাষা সমস্যা
মাসিক মোহাম্মদী, ফালগুন, ১৩৫৮

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ভাষার প্রশ্ন
মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬০

মোহাম্মদ ওয়াজেন আলী, 'বাংলা ভাষার সংস্কার'
সওগাত, মাঘ, ১৩৫১

আবুল মনসুর আহমদ, বাংলা ভাষার সংস্কার
সওগাত, কার্তিক, ১৩৫২

মিজানুর রহমান এম-এ, 'বাংলাভাষার সংস্কার'
সওগাত, বৈশাখ, ১৩৫২

অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন, 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা
সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

..................অর্থনৈতিক মুক্তি (সাময়িকী)
সওগাত, পৌষ, ১৩৫৪

..................রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী (সাময়িকী)
সওগাত, পৌষ, ১৩৫৪

..................পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
সওগাত, চৈত্র, ১৩৫৪

..................লীগের স্বরূপ
সওগাত, চৈত্র, ১৩৫৪

..................রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (সাময়িকী)
সওগাত, বৈশাখ, ১৩৫৫

..................পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা
সওগাত, বৈশাখ, ১৩৫৫

..................পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা
সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৬

হাবিবুর রহমান, ভাষা আন্দোলন
লালসূর্য, ১৯৬৯

অজিত কুমার গুহ, কালোব্যাজ
বিক্ষুব্ধ বাংলা, ১৯৬৯

আবুল হাশিম, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলি
মন্ত্র শুনেছি শোণিতে, ১৯৭২

এম, আর, আখতার মুকুল, অমর ২.১শের ঘটনাপঞ্জী
পদচিহ্ন, ১৯৭২

গাজীউল হক, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশ
সমবায়, ১৯৭৩

এম. শামসুল আলম, ষড়যন্ত্রের গোড়ার কথা
সূর্য সৈকত, ১৯৭৬

যে সব পত্র-পত্রিকা/সংকলন থেকে এ পর্যন্ত উপাদান সংগৃহীত হয়েছে

সম্পাদকের নাম	পত্র-পত্রিকা/সংকলনের নাম	
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	আজাদ	(দৈনিক)
তফাজ্জল হোসেন	ইত্তেফাক	(দৈনিক)
আবুল মনসুর আহমদ	ইত্তেহাদ	(দৈনিক)
মুজিবর রহমান খান	চাষী	(দৈনিক)
আশরাফ সিদ্দিকী	পূর্ব পাকিস্তান	(দৈনিক)
জহুর হোসেন চৌধুরী	সংবাদ	(দৈনিক)
আবদুল গনি হাজারী	আলোড়ন	(সাপ্তাহিক)
কাজী জহিরুল হক	ইনছাফ	(সাপ্তাহিক)
কাজী নজমুল হক	কাফেলা	(সাপ্তাহিক)
মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন	খাদেম	(সাপ্তাহিক)
আবদুল গফুর	সৈনিক	(সাপ্তাহিক)
রশীদ চৌধুরী	ঢাকা ডাইজেষ্ট	(মাসিক)
আবদুল কাদির	দিলরুবা	(মাসিক)
মাহফুজা খাতুন	নওবাহার	(মাসিক)
মোহাম্মদ আকরম খাঁ	মোহাম্মদী	(মাসিক)
নাসির উদ্দিন	সওগাত	(মাসিক)

এ পর্যন্ত প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে সংগৃহীত একুশের সংকলন গ্রন্থসমূহ।

ভাষা আন্দোলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ১৮ জনের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে, তাঁদের বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ : রাজনীতিবিদ

মোহাম্মদ তোয়াহা : রাজনীতিবিদ

গাজীউল হক : আইনজীবী

কাজী গোলাম মাহবুব : আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ

শামসুল আলম : আইনজীবী

মোহাম্মাদ আবুল কাশেম : বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

শাহেদ আলী : ইসলামী ফাউণ্ডেশনের চাকুরী থেকে সমপ্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন রয়েছেন।

মোহাম্মদ সুলতান : রাজনীতিবিদ

ডঃ এ. এস. এম. নূরুল হক ভুঁইয়া : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক পদে চাকুরীরত।

সরদার ফজলুল করিম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে চাকুরীরত।

মুহম্মদ তকিয়ুল্লাহ : সংস্কৃতি সেবী

হাসান হাফিজুর রহমান : তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের' দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

জিল্লুর রহমান : আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ

আহমদ রফিক : চিকিৎসাবিদ, চাকুরীরত

সাঈদ হায়দার : বি-টি-এম-সির প্রধান চিকিৎসাবিদ

নেয়ামাল বাসির : সরকারী চাকুরীরত

ডঃ রফিকুল ইসলাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে চাকুরীরত।

সংগৃহীত শিরোনাম অনুযায়ী উপাদান নকল করা এবং জেরোক্স করার কাজ চলছে। সংগৃহীত কয়েকটি উপাদানের বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ

বঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে না

লীগ সম্পাদক মিঃ আবুল হাশেমের বিবৃতি

কলিকাতা, ২৯শে এপ্রিল। অদ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মোছলেম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশেম এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, এদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিতে হইলে সত্যিকার স্বদেশ প্রেম দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ও সার্ব্বভৌম বাঙ্গলা সৃষ্টি করিতে হইবে। বঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা কোন কল্যাণই হইবে না। তিনি বলেন যে, মিঃ চিত্তরঞ্জন দাশের ফরমূলার ভিত্তিতে বাঙ্গলার হিন্দু মুছলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশ পঞ্চাশ সুবিধা ভোগ করিবার জন্য সম্মত হোন। বাঙ্গলার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় ভবিষৎ স্মরণ করিয়া বাঙ্গলার যুবকগণকে আমি ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহারা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলাকে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাশীলতা ও আসন্ন দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা করুন।

মিঃ হাশেম আরও বলেন যে, ভারত বিভাগের সহিত বাঙ্গলা বিভাগের কোন সাদৃশ্য নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দ্বারা পাকিস্তান দাবীকে ব্যাহত করা যাইবে তাঁহারা লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন নাই। উক্ত প্রস্তাবের উপরই মোছলেম ভারত আনুগত্য প্রদর্শন করিবে, অন্য কোন কিছুতে নয়। গ্রীস ও তুরস্কের ন্যায় লোক বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা অথবা ফেলিস্তিনের ন্যায় বিদেশীগণকে আমদানী করিয়া কৃত্রিম মোছলেম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করা অথবা অখণ্ড মোছলেম রাষ্ট্র গঠন করা উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইহা শুধু দাবী জানাইয়াছে যে, ভারতের যেসব অঞ্চল পৃথিবীতে মোছলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত সেই সমস্ত অঞ্চলকে স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং আজাদ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ভারতের অন্যান্য অংশের স্বাধীনতাও স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রস্তাবে বাঙ্গলা ও ভারতের সাংস্কৃতিক অঞ্চলেরও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে ও সর্ব্বভারতের মঙ্গলের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু উহাতে যোগদান করা বা না করা প্রত্যেক অংশের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে।

দৈনিক আজাদ, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৭

অখণ্ড বাংলায় হিন্দুদের স্বার্থহানির আশঙ্কা অমূলক

—:০:—

মুছলমানদের দাবাইয়া রাখার জন্যই বঙ্গভঙ্গের ধুয়া

—:০:—

হিন্দু নেতৃবৃন্দের অপপ্রচারে প্রধান মন্ত্রীর জওয়াব

গতকল্য বুধবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ, এস, সোহরওয়ার্দ্দী নিম্ন-লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন---

অখণ্ড সার্ব্বভৌম বাংলার জন্য আমি যে আবেদন করিয়াছি, তাহার জওয়াবে ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জ্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পালটা বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহাদের বিবৃতিতে এক দিকে মুছলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ, অপর দিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানে মুছলমানদের উপর প্রভুত্ব করিবার স্বপ্নসাধ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সুখ-স্বপ্নের মোহে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার যুক্তি ও মুছলমানদের সহিত সহযোগিতা ও আপোষের মনোভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন: বিশেষ করিয়া ডাঃ মুখার্জ্জী অধৈর্য্য হইয়া উগ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়া গালাগালি বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি জগতের সম্মুখে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলার হিন্দুগণ প্রকৃতই হতভাগ্য এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাহারা সত্যই হতভাগ্যের জীবন যাপন করিবে। আমাকে গালাগালি করিয়া, আমার অধিকার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করিয়া অথবা বাংলার দুর্দ্দশার জন্য আমাকে দায়ী করিয়া কি সুফল হইতে পারে? তাঁহারা বাস্তবকে উল্টাইয়া ফেলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, ইহা দ্বারা যাহারা সহজেই মুছলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-পোষণ ও অপপ্রচারে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হয়। তিনি এবং তাঁহার ভাবধারায় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই অবিসম্বাদী সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারিতেন না যে, ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলা ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অথবা বাহিরের কোন শক্তির উপর নির্ভর করিবে না। জনসাধারণের, বিশেষ

করিয়া অগ্রসর হিন্দু জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে। আমি কিছু দিতে যাইতেছি না। নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার জনসাধারণকেই পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। আগত স্বাধীন বাংলার আদর্শ হিসাবে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানকে গ্রহণ করা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। ডাঃ মুখার্জ্জী কিছুটা অনুধাবন করিতে পারেন নাই যে, বাংলা এবং ভারতের সমস্যার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। যেহেতু বাঙ্গালীগণ এক জাতি, এক ভাষা-ভাষী এবং বহু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সাধারণ ঐক্য রহিয়াছে, সেইহেতু এই উপ-মহাদেশে যাহারা বাস করিতেছে, তাহা-রাও এক জাতি, এক ভাষা-ভাষী, সমস্বার্থ ও ঐতিহ্য সম্পন্ন। ভারতে এবং অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুগণ উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যাধিক্য, কিন্তু বাংলায় মুছল-মানগণ সংখ্যায় সামান্য অধিক। বৃহত্তর বঙ্গে তাহাদের সংখ্যাধিক্য আরও হ্রাস পাইবে। বাংলার হিন্দুদের অবস্থা, মর্য্যাদা ও সংখ্যার দিক বিবেচনা করিলে তাহাদের রক্ষাকবচের প্রয়োজন হইতে পারে না। কিন্তু ভারতে মুছলমানদের সংখ্যা ও অবস্থা এরূপ যে, বিভাগ দ্বারা তাহাদের রক্ষাব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। বাংলার হিন্দুদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে মুছলমানদের ভাষা দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের সাহিত্য বিকৃত করা হইয়াছে, শিক্ষা ব্যাহত করা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে আইন দ্বারা তাহাদের স্বাধীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা আরোপ করা হইয়াছে।

ভারতে এবং অধিকাংশ প্রদেশেই মুছলমানগণ শাসনব্যবস্থায় নামমাত্র অংশ লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাংলার শাসনব্যবস্থায় হিন্দুগণ প্রায় মুছলমানদের সমান অংশই পাইবেন। সুতরাং মুছল-মানদের নিরাপত্তার জন্য ভারত বিভাগ হইলে হিন্দুদের রক্ষাকবচের জন্য বাংলা বিভাগের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

ডাঃ মুখার্জ্জী বলিয়াছেন যে, প্রধা-নতঃ হিন্দুও মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করিলে সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সামাধানত' হইবেই না। অধিকন্তু এই একক প্রভুত্বের মধ্য দিয়া দাস মনোভাবের সৃষ্টি হইয়া সংখ্যলঘুদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন হইবে।

আমি যে পরিকল্পনার উল্লেখ করি-য়াছি, তাহাতে একদলীয় শাসন থাকিবে না। বাংলাকে কেন্দ্রের সহিত যুক্ত রাখার যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, কেন্দ্রে হিন্দুপ্রাধান্য থাকিবে বলিয়া বাংলার হিন্দুদের ধন, প্রাণ, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা পাইবে, অন্যথায় অখণ্ড বাংলার হিন্দুগণ ধ্বংস হইবে। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, বর্ত্তমান জগতে

কোথায়ও কাহারও উপর প্রভুত্ব করা কি সম্ভব? প্রভুত্বের যুগ শেষ হইতেছে। যে ইংরাজ এতদিন ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কোন জাতি অথবা দলের উপর প্রভুত্ব করিবার দিন ফুরাইয়াছে।

এমতাবস্থায় বাংলার হিন্দুদের ভীত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

আমি দেখিতেছি এখনও বাংলার কয়েকজন হিন্দু নেতা ভারতের অন্যান্য অংশের হিন্দু নেতাদের চাপে পড়িয়া উহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। বঙ্গ-বিভাগ বাংলার হিন্দু ও মুছলমানদের চরম বিপর্য্যয় একথা বুঝিয়াও তাহারা বাহিরের হিন্দু নেতাদের চাপে বিভাগ সমর্থন করিতেছেন। বাংলার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা এই সকল নেতার দেখিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা জানেন বিভক্ত বাংলা ভারতের অপরাপর অংশের শিকারে পরিণত হইবে। বিভক্ত বাংলার বাহিরের শোষণ অব্যাহত গতিতে চলিবে।

অতঃপর তিনি বলেন: আমি আমার বিবৃতির উপসংহারে কলিকাতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। আমি জোরের সহিত বলিয়াছি যে, সমৃদ্ধিশালী কলিকাতাকে কবলিত করিয়া মুছলমানদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্গ-ভঙ্গের ধুয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু আমি একথাও বলিয়াছি যে, বিবৃতি প্রচার করিয়া এত সহজে এই মূল্যবান উপহার পাওয়া যাইবে না। কলিকাতা যদি বিরোধের কেন্দ্রে পরিণত হয় তাহা হইলে উহার কি থাকিবে?

কলিকাতাকে মহানগরী, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণ-কেন্দ্র রূপে দেখিতে হইলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আমি এই জন্যই বলিয়াছি যে, একমাত্র অখণ্ড সার্ব্বভৌম বাংলায় কলিকাতা সম্পদশালী মহানগরী হইতে পারে।

কোন কোন স্থানে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, আমি যুক্ত নির্ব্বাচন ও পূর্ণবয়স্কদের ভোট সম্পর্কিত প্রশ্ন চাপা দিয়াছি; বাংলার জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য আমি কখনও একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করি নাই। আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, হিন্দু ও মুছলমানগণ পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বাংলার রূপ দান করিবে। আমাদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপ দিবার জন্য আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আমি হিন্দু ও মুছলমান নেতৃবৃন্দকে সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছি। এখনও আমি সকলের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, তাহারা যেন ঘৃণা ও সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বাংলাকে ধ্বংস না করেন। যে সুযোগ আসিতেছে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া স্বাধীন, অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ বাংলা গঠনের জন্য আমি সকলের নিকট আবেদন করিতেছি।

দৈনিক আজাদ, ৮ই মে, ১৯৪৭

যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় মিঃ জিন্নার আপত্তি

—:o:—

কায়েদে আজমের নির্দ্দেশ না মানিলে প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগই একমাত্র পন্থা

নয়াদিল্লী, ১৫ই মে।—"ন্যাশনাল কল" পত্রিকার প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, "বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ, এস, সোহরওয়ার্দ্দীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মহলের মতে কায়েদে আজম জিন্নার সহিত তাঁহার আলোচনা সন্তোষজনক হয় নাই।" একই সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে এইরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করা হয় যে, মিঃ সোহরওয়ার্দ্দী কায়েদে আজম অপেক্ষা মিঃ গান্ধীর নিকট হইতে বঙ্গ-বিভাগ প্রতিরোধ চেষ্টায় অধিকতর সাড়া পাইয়াছেন বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"ন্যাশনাল কলের" সংবাদদাতা আরও বলেন: যুক্ত নির্ব্বাচন নীতির ভিত্তিতে বাংলার যে কোন প্রকার ব্যবস্থায় মিঃ জিন্না পূর্ণ অসম্মতি ও বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মিঃ গান্ধী ও বাংলার অমুছলমান নেতাদের সহিত মিঃ সোহরওয়ার্দ্দীর একদেশদর্শী আলোচনা তিনি সমর্থন করেন না।

যদি মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী কায়েদে আজমের অনুমোদিত পন্থায় পাকিস্তানের সংগ্রাম চালনায় ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে বাংলার প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়া, অপরকে স্থান দেওয়াই তাহার পক্ষে একমাত্র সঙ্গত পন্থা।

মিঃ ফজলুর রহমানের মন্তব্য

বাংলা বিভাগ প্রতিরোধ চেষ্টার অগ্রগতি সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রশ্নের উত্তরে বাংলার রাজস্ব সচিব মিঃ ফজলুর রহমান বলেন: "বাংলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা এখন বিবেচনাধীন। এখনও কোন সর্ব্বসম্মত মীমাংসা হয় হয় নাই, কিন্তু এইমাত্র বলা যায় যে আলোচনায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মীমাংসার জন্য প্রকৃত আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

—ইউ. পি

দৈনিক আজাদ, ১৭ই মে, ১৯৪৭

"উর্দ্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে"

—:০:—

হায়দরাবাদে উর্দ্দু সম্মেলনে চৌধুরী খালেকুজ্জমানের ঘোষণা

হায়দরাবাদ, ১৭ই মে।—নিখিল ভারত মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালেকুজ্জমান মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল মোছলেমিনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উর্দ্দু সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "উর্দ্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে"।

মিঃ খালেকুজ্জমান এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতীয় ভাষার প্রশ্ন বর্ত্তমানে একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে প্রচলিত করার জন্য কংগ্রেসীরা যে সোর গোল তুলিয়াছে, তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া চৌধুরী খালেকুজ্জমান বলেন যে, এইরূপ প্রচেষ্টার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস হিন্দীকে হিন্দুস্তানী বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা করিতেছে, কেন না তাহাদের এইরূপ আচরণের প্রকৃত কারণ এই যে, তাহারা উর্দ্দু ভাষাকে পঙ্গু করিয়া মুছলমানদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বহুলাংশে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহে।

চৌধুরী খালেকুজ্জমান বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে, উর্দ্দু কেবল মুছলমানদের ভাষা নহে, উর্দ্দু লক্ষ লক্ষ হিন্দুরও ভাষা। কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক না কেন, এইরূপ বিরাট সংখ্যক লোক যে ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে, সে ভাষার মৃত্যু সহজে হইতে পারে না।

ভাষার ব্যাপারে অল ইণ্ডিয়া রেডিও যে নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে, চৌধুরী খালেকুজ্জমান তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সর্দ্দার প্যাটেল এখনও উর্দ্দুর পরিবর্তে হিন্দীর প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছেন।

পাকিস্তান ও হায়দরাবাদে মুছলমানদের অবস্থার উল্লেখ করিয়া চৌধুরী খালেকুজ্জমান বলেন যে, হায়দরাবাদের মুছলমানরা যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনরূপ ভয় পোষণ করেন

না, বৃটিশ ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশ-সমূহের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুছলমানরাও যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে ভয় করেন না কেন না পাকিস্তানের মোছলেম গভর্ণ-মেণ্ট তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

ভাষা সম্পর্কে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র নীতি সমালোচনা করিয়া এবং এ সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা প্রবর্তন করায় স্যার মীর্জ্জা ইসমাইলের উক্ত নীতির নিন্দা করিয়া ও আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দ্দুর বার্ষিক সাহায্য পুনঃ-প্রবর্ত্তন ও তাহা বৃদ্ধি করার অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে সর্দ্দার আবদুর রব নিশতার, মিঃ হোসেন এমাম, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মওলবী আবদুল হকের বাণী পাঠ করা হয়।

চৌধুরী খালেকুজ্জমান অদ্য প্রাতকালে বিমানযোগে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

মক্কা মসজেদে চৌধুরী খালেকুজ্জমানের বক্তৃতা

হায়দরাবাদ, ১৮ই মে।—মক্কা মসজেদে জুম্মার নমাজের পর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে চৌধুরী খালেকুজ্জমান বলেন— "পাকিস্তান সমগ্র ভারতের কল্যাণ-দায়ক হইবে।" জমায়েতুল উলেমা-এ-হিন্দ প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, মোছলেম লীগ বৃটিশ বেয়নেটের অধীনে গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চাহে না। মোছলেম লীগ চাহে স্বাধীন সার্ব্বভৌম মোছলেম বাসভূমি। পৃথিবীতে কেহই লীগের এই দাবী বাতিল করিতে পারিবে না।

হায়দরাবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, "হায়দরাবাদের জনসাধারণের পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ বিগত ২৫০ বৎসর ধরিয়া তাহারা পাকিস্তানে বাস করিতেছে। বর্ত্তমানে হায়দরাবাদের প্রত্যেক মুছলমানের কর্ত্তব্য হইতেছে নিজাম গভর্ণমেণ্টের পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা।" —এ, পি, ও ও, পি

দৈনিক আজাদ, ১৯শে মে, ১৯৪৭

"সমৃদ্ধ মোছলেম বাংলা বিশ্বজাতির দরবারে সমাদৃত হইবে"

—:০:—

বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তের পর মিঃ সোহরওয়ার্দ্দীর বিবৃতি

—:০:—

নূতন রাষ্ট্রের গঠনমূলক কাজের জন্য সকলকে বিলাসবর্জ্জন ও ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান

—:০:—

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুছলমানদের প্রতি অভয়বাণী

মিঃ এইচ, এস, সোহরওয়ার্দ্দী নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন:—

"এখন যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে এবং বাংলা দেশ শীঘ্রই বিভক্ত হইবে। তবে মোছলেম বঙ্গের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমরা এক ভাষাভাষি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র পাইলেই সন্তুষ্ট হইতাম এবং সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের সহায় সম্পদ লইয়া পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিতাম, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে জয়যাত্রা করা আমাদের ভাগ্যে নাই।

"মোছলেম বাংলাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং এই উপায়েই মোছলেম বাংলাকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে হইবে। পাকিস্তানের অংশ হিসাবে মোছলেম-বঙ্গ প্রচুর খাদ্য সরবরাহ পাইবে। পাট সম্পদের লোভে সমস্ত পৃথিবী মোছলেম বাংলার পদতলে লুটাইবে। ইহার শিল্প বিষয়ক উন্নতির সম্ভাব্যতাও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে। আমরা এখন জাতি গঠনের বিভিন্ন বিভাগের কাজ তীব্র বেগে চালাইতে পারিব এবং মোছলেম প্রদেশ সমূহের উন্নতিকল্পে একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ করিতে পারিব। পাকিস্তান আইন সভায় মোছলেম বঙ্গ জোরের সহিত কথা বলিতে পারিবে এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় উহার নীতি নির্দ্ধারণে এবং সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে যথেষ্ট

সাহায্য করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের কটিবন্ধন দৃঢ় করিয়া ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং হয়ত আমাদিগকে বিলাস এমন কি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বর্জ্জন করিতে হইবে। তবে আমার বিশ্বাস, মোছলেম বাংলায় এমন কেহই নাই, যিনি নাকি প্রয়োজনমত কষ্ট স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন। আমাদিগকে এমন দৃঢ়পণ করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং মুছলমানগণ কেমন করিয়া বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়যাত্রা করিতে সক্ষম হইয়াছে, সমগ্র জগত উহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবে।

"আমাদের পাকিস্তান ছিন্নদেহ কীট-দৃষ্ট ও জীর্ণ হইলেও আমরা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করিব। কারণ, মোছলেম জাতি উহার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছে এবং বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। কিছু দিন পরে ইহা মহামহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিবে। এখন আর আমরা হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব না এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক সম্পদের বলে আমরা বিশ্বের দরবারে অধিকতর সমাদৃত হইব।

"যাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া যাহারা আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ এশিয়ায় প্রাধান্য গ্রহণের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে তাহাদের চেয়ে আমরাই বেশী আদৃত হইব। এখন কেহই মোছলেম জাতির মহিমা, উন্নতি ও বিশ্ব-জাতির দরবারে মর্য্যাদা লাভের পথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

"তবে আমার দুঃখ এই যে, হিন্দু মহাসভা এত প্রবল ভাবে বঙ্গভঙ্গের দাবী তুলিয়াছিল যে, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড জোর করিয়া বাঙ্গালী জাতির উপর বঙ্গ বিভাগ চাপাইয়া দিয়াছেন। এই দাবীটী ঘৃণা, ব্যর্থতা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিপ্রসূত। এখন আমরা কেবল এই আশাই করিতে পারি যে, অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর এই মনোভাব মন্দীভূত হইবে এবং পরিণামে লোপ পাইবে।

"আমি দেখিতেছি, হিন্দু পত্রিকাগুলি কিভাবে মুছলমানদিগকে ধ্বংস করা যায় তদ্বিষয়ে সম্ভাব্য হিন্দু মন্ত্রিসভাকে আভাষ ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে এই মনোভাব পরিহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। হিন্দু মন্ত্রিসভাকে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে, আমি আশা করি, সেই দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মন্ত্রিসভার দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত হইবে এবং উদারতার সহিত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার স্পৃহা জাগিবে। ঘটনাবর্ত্তে পড়িয়া বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই সুখী হইতে পারে না এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সংখ্যালঘুদের মনে বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রতিশোধের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা প্রশমিত

করার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেই হইবে। সংখ্যালঘুদের পক্ষে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভ্রাতাদের এলাকায় আশ্রয় প্রার্থনা করা সম্ভবপর নয়। আজ ভারত বিভক্ত হইলেও হিন্দু ও মুছলমান পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা করিয়া বাস করিতে হইবে। তবে এখন জনকল্যাণের দায়িত্বটি শুধু নূতন গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে। সুতরাং সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুছলমানের সার্থ রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ, তাহাদিগকে ষোল আনা আশ্রয় প্রদান এবং সকলের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বিষয়ক স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন একান্ত প্রয়োজনীয়।

"আমাদের পথ বিভক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেরই বন্ধুভাবে নিজ নিজ পথে গমন করা উচিত এবং ভবিষ্যতে "প্রতিনিধি" গ্রহণ করা ও অপরকে পদানত করিয়া কৃপাপ্রার্থী করার হুমকি পরিত্যাগ করা উচিত। এই উপায়ে দূর বা নিকট ভবিষ্যতে কোন দিনই ঐক্য লাভ হইবে না। হয়ত এক এমন সময় আসিবে যখন এক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া দুই অংশ পুনরায় একত্রিত হইবে।

"সুতরাং আমি মোছলেম বাংলার অধিবাসীদিগকে বলিতেছি, চলুন আমাদের ভাগ্য সাধনায় অগ্রসর হই।

"পশ্চিম বাংলার মুছলমানদিগকে আমি আশ্বাস ও অভয় দিতেছি যে, কোনরূপেই তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ বিপন্ন হইবে না। মোছলেম জাহান এতদূরে অবস্থিত নয় যে, তাহাদের কথা সেখানে পেঁছিবে না বা মোছলেম জাহানও তাহাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে না।"

দৈনিক আজাদ, ২১শে জুন, ১৯৪৭

সোমবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৪

শিক্ষার বাহন

—০—

গত শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় চ্যান্সেলর মিঃ চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বর্ত্তমান শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিৎ।

পশ্চিম বাংলার সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলা ভাষা যাহাতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়, সে বিষয়ও তাঁহারা তৎপর হইবেন, ইহাই আমরা আশা করি। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারেরও এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিৎ।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার ত্রুটি

অনেক, গলদ অনেক। এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে এদেশবাসীর মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, প্রতিভা ও বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালীর মন যে বিদেশী শিক্ষার চাপে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ নিয়ত পাওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে এই যে, একটি বিদেশী ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন। ইহার ফলে দেশের শিক্ষোন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে, ইহার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইতেছে না। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকিলে জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হইত, তাহারা অতি অল্প আয়াসে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিত।

সম্প্রতি সায়েন্স ক্লাবের বার্ষিক সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, শিক্ষার দিক দিয়া মুষ্টিমেয় লোক 'ব্রাহ্মণ' হইয়া থাকিবে, আর অবশিষ্ট লোক অজ্ঞানতার ঘোরতিমিরে নিমজ্জিত থাকিবে, এই ব্যবস্থা চলিতে পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বাংলাকে শিক্ষার বাহন করা।

বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন নয়। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা চলিতেছে। হায়দরাবাদ সরকার ইংরেজীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া হায়দরাবাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ আশা করে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে এই দুই রাষ্ট্রেও এরূপ বিপ্লব সংঘটিত হইবে। বাংলা ভাষা এখন আর দরিদ্র নহে, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজ ইহা যোগ্য আসনের অধিকারী। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এখন আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয়।

সম্পাদকীয়, দৈনিক আজাদ,
৬ই অক্টোবর-১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী

(ঢাকা অফিস হইতে)

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর।—গতকল্য ফজলুল হক মোছলেম হল মিলনায়তনে পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এক সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন।

এই সভায় শিল্পী জয়নুল আবেদিনের কতকগুলি চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়।

কথাশিল্পী শওকত ওসমান একটি নাটিকা এবং সাহিত্যিক আবুরুশদ একটি গল্প পাঠ করেন। আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ঢাকা ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ জনাব শরফুদ্দিন, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও অধ্যাপক মুনস্থরউদ্দিন এবং সাহিত্যিক আবুল হাসনাৎ, সাংবাদিক আবুজাফর সামসুদ্দিন বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানান এবং শিল্পী জয়নুল আবেদিনের চিত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন এম, এল, এ বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার সমর্থন করিয়া বলেন, "মুছলমান রাজা বাদশারাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন। ইসলামী প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং ইহার প্রসার হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালী মুছলমানের বুলি বাংলা। উর্দ্দু ভাষা বাঙ্গালী মুছলমানের নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষারই স্বরূপ। উর্দ্দু কখনই বাঙ্গলী মুছলমানের ভাষা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।"

পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য এবং অবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচালনাধীনে পূর্ব্ব পাকিস্তানে একটা আর্টস্কুল স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া এই সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক সানাউল হক, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক সত্যব্রত বসু, কবি আলী আহসান, কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন, সাংবাদিক খায়রুল কবীর, সাহিত্যিক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আব্দুল্লাহ্ আল-মূতী শরফুদ্দিন এবং আরও অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী আলোচনায় যোগদান করেন।

দৈনিক আজাদ, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া ঘোষণার দাবী

—+—

শত শত নাগরিকের স্বাক্ষর ও পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষি মন্ত্রীদের সমর্থন

—+—

প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজেমুদ্দীনের নিকট স্মারকপত্র দাখিল

ঢাকা, ১৭ই নভেম্বর।--বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করার অনুরোধ জানাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে একখানি স্মারকপত্র দাখিল করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শত শত নাগরিক এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, অধ্যাপক, ওলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, মহিলা সকলেই আছেন।

স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বঙ্গীয় মুছলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্ল-হিল বাকী, এম, এল, এ, তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারী অধ্যাপক আবুল কাশেম, মওলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, কবি জসিমুদ্দীন, মওলবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক আজাদ), অধ্যাপিকা মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ, এম, এ , এম, বি, ই, প্রিন্সিপ্যাল এব্রাহিম খান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক মনসুরুদ্দীন, মিঃ আবুল হাসানাত (ডি, আই, জি, পুলিশ), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডি, পি, এইচ, (প্রোভোষ্ট, সলিমুল্লাহ মোছলেম হল), প্রিন্সিপ্যাল শরফুদ্দীন আহমদ, প্রিন্সিপ্যাল জহুরুল এছলাম, মিঃ জাকের হোসেন (আই, জি, পুলিশ) ডাঃ ওসমান গনি, ডি, এস, সি, অধ্যাপক আবদুল লতিফ বার এট ল, মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক অতুল সেন, আল্লামা ডাঃ মহিউদ্দীন, মওলবী আবুল মনসুর আহমদ, মিসেস লীলা রায় এম এ (সম্পাদিকা, জয়শ্রী), মিসেস আনওয়ারা চৌধুরী বি, এ ; বি, টি, সেক্রেটারী নিখিল বঙ্গ মোছলেম মহিলা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ

বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এস, আর, খাস্তগীর ডি, এস, সি, গায়ক আব্বাস উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মিঃ বিনয়েন্দ্র নাথ রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক মিঃ গণেশ বসু, 'আজাদের' বার্ত্তা সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ মোদাব্বের, নিখিল বঙ্গ মোছলেম ছাত্র লীগের সেক্রেটারী শাহ আজীজুর রহমান, সৈয়দ ওলিউল্লাহ্, শওকৎ ওসমান, আবুরুশদ, আলী আহসান, সৈয়দ মান্নান বখ্‌শ, আহসান হাবীব, ডাঃ ফহিমুদ্দিন (প্রচার বিভাগের সরকারী ডিরেক্টর), ডাঃ আবদুল মাজেদ (ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল), ডাঃ ওয়াহিদ···মাহমুদ, জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী, মিঃ আবুল কাশেম, জিন্দিগী সম্পাদক কাজী আফসারউদ্দিন, আবু জাফর শামসুদ্দিন, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

স্মারকপত্রে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে :

"বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় ৮ কোটি লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং হিন্দু ও মুছলমান উভয়েই ইহার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া ইহাকে বর্তমান উন্নতস্তরে উন্নীত করিয়াছে।

"পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্টদ্বয় উভয়েই যদি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বলতর হইবে।

"হিন্দুরা যেমন সংস্কৃত, হিন্দী অথবা অন্যান্য ভাষার চর্চা করিবে, পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীরাও তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য মোছলেম রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিবে। সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত অনুরোধ করা যাইতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন বলিয়া যেন অতি সত্বর ঘোষণা করা হয়।"

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের বাংলা ভাষাভাষী সদস্যগণও এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক আজাদ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

ঢাকায় বাংলা ও উর্দ্দু ভাষা সমর্থকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ

—০—

রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দ্দু দাবী করিয়া প্রচার করার জের

—০—

২০ জনেরও অধিক ব্যক্তি আহত

ঢাকা, ১২ই ডিসেম্বর।—বাঙ্গলা উর্দ্দু লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা লইয়া দুই দল মুছলমানের মধ্যে আজ একটী সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

অদ্য রাতে বাসে করিয়া কতিপয় মুছলমান যুবক প্রচার করিতে থাকে যে, "উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হউক" "এই প্রচারবাহিনী" পলাশী ব্যারাকের নিকটে পেঁৗছিলে এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও বাঙ্গলা ও উর্দ্দু ভাষার সমর্থকদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়।

বৈকাল ৩টা পর্যন্ত ২০ জনেরও অধিক লোক আহত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইহার পর বাঙ্গালী মুছলমানের বিরাট একদল জনতা রমনা ও সেক্রেটারীয়েট অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অবিলম্বে বাঙ্গলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণের দাবী জানায়।

সরকারী এশতেহার

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার রাজধানীর অদ্যকার ঘটনা সম্পর্কে এক এশতেহারে জানাইয়াছেন যে, অদ্যকার একটি ঘটনায় প্রায় ২০ ব্যক্তি আহত হয়। ইহাদের মধ্যে ২ জনকে হাসপাতালে রাখিয়া বাকী সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর শহরে প্রবল গুজব ছড়াইতে থাকে এবং প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

প্রকাশ যে, কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রাতে একটী বাসে করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। পলাশী ব্যারাকের অধিবাসীগণ ও অন্যান্যরা

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র উক্ত ঘোষণাতে আপত্তি করিলে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং ইহার ফলে উক্ত ব্যক্তিগণ আহত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পোঁছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত এলাকায় পিকেট বসানো হয়। এই ঘটনার পরই শহরে ভীষণ গুজব ছড়াইতে থাকে এবং বলা হয় যে, দুই-তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। অপর একটি গুজবে বলা হয় যে, পুলিশ লাঠি অথবা গুলী চালাইয়া উক্ত ব্যক্তিদের হতাহত করিয়া।

গুজবে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং অপরাহ্নের দিকে একটি শোভাযাত্রা সরকারী দফতরের কাছে গিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যাহা হউক বেশ ভাল-ভাবেই উত্তেজনা প্রশমিত করা হয়। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব সৈয়দ মহম্মদ আফজল ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ শোভাযাত্রাকারীদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শান্ত হইবার অনুরোধ জানান। জনাব আবদুল হামিদ বলেন যে ভাষার প্রশ্ন লইয়া এত বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। কারণ পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান সেক্রেটারী সমবেত জনগণকে বলেন যে, নতুন রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা একান্ত প্রয়োজন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সকালের ঘটনার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। শোভযাত্রাকারীরা বেশ শান্তভাবে তাঁহাদের কথা শোনেন এবং প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। সকাল বেলার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। তাহারা বিশেষ করিয়া উস্কানিদাতাদের খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেছে। এপর্যন্ত যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের শত্রুরাই উস্কানি দিয়াছে, কারণ, ইহারা এদেশের মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট। —এ, পি

প্রতিবাদ সভা

—:০:—

অদ্য অপরাহ্নে পূর্ব্ববঙ্গ সেক্রে-টারিয়েট প্রাঙ্গণে সেক্রেটারিয়েট কর্ম্ম-চারিদের এক সভায় এই হামলার নিন্দা করা হয় এবং হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্তের দাবী করা হয়। বাংলাকে পূর্ব্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করা হয়।

হাঙ্গামার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ হরতাল পালন করেন।

দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

ঢাকায় বাংলা ও উর্দ্দু ভাষা সমর্থকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ

রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দ্দু দাবী করিয়া প্রচার করার জের

২০ জনেরও অধিক ব্যক্তি আহত

ঢাকা, ১২ই ডিসেম্বর।—বাংলা উর্দ্দু লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা লইয়া দুই দল মুসলমানের মধ্যে আজ একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে অনেক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

আজ [illegible] বাসে করিয়া কতিপয় মুসলমান যুবক প্রচার করিতে থাকে যে, "উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হউক"। এই প্রচারকারিগণ পলাশী ব্যারাকের নিকটে পৌঁছিলে এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কয়েকটী স্থানেও বাংলা ও উর্দ্দু ভাষার সমর্থকদের মধ্যে কয়েকবার সঙ্ঘর্ষ হয়।

বৈকাল এটা পর্য্যন্ত ২০ জনেরও অধিক লোক আহত হয়। উহাদের মধ্যে ১৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উহার পর বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরাট একদল জনতা মন্ত্রী ও সেক্রেটারীদের বাসভবনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের দাবী জানায়।

সরকারী এস্তেহার

পূর্ববঙ্গ সরকার রাজধানীর অশান্তিকর ঘটনা সম্পর্কে এক এস্তেহারে জানাইয়াছেন যে, অদ্যকার এই ঘটনায় মোট ২০ ব্যক্তি আহত হয়। উহাদের মধ্যে ৬ জনকে হাসপাতালে রাখিয়া বাকী [illegible] জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর শহরে [illegible] গুজব রটিতে থাকে এবং [illegible] উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

প্রকাশ যে, কতিপয় অসামরিক ব্যক্তি লরীতে করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। পলাশী ব্যারাকের অধিবাসীবৃন্দ ও [illegible] উক্ত লোকদের প্রতি আপত্তি করিলে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং উহার ফলে উক্ত ব্যক্তিগণ আহত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত এলাকায় পিকেট বসানো হয়। এই ঘটনার পরই শহরে অনেক গুজব ছড়াইতে থাকে এবং বলা হয় যে, দুই [illegible] হইয়াছে। অন্য একটি [illegible] বলা হয় যে পুলিশ লাঠি [illegible] চালাইয়া উক্ত ব্যক্তিদের [illegible]

[illegible] আজিমপুর এলাকার মধ্যে এক [illegible] দিকে একটি গোয়ালাপাড়া সরকারী কর্মচারীদের হাতে [illegible] [illegible]। যাহা হউক সেখানে এখনই উত্তেজনা [illegible] করা হয়। আসামীর [illegible] [illegible] আওয়ামী [illegible] নিজামুদ্দিন এবং আবদুল হাকিম গোয়ালাপাড়াবাসীদের [illegible] [illegible] হাকিম বলে যে আমার নাম লইয়া এক [illegible] নিজেদের প্রয়োজন মত [illegible] পুলিশ [illegible]

[illegible] উপর উৎপাত [illegible] করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান সেক্রেটারী জনাব [illegible] বলেন যে [illegible] পাকিস্তান, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী [illegible] প্রস্তুত। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, [illegible] ঘটনার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। গোলযোগকারীরা যেন [illegible] চাপিয়া যান। [illegible] ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। তাহারা বিশেষ করিয়া উস্কানিদাতাদের খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেছে। এপর্যন্ত যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, [illegible] উস্কানি দিয়াছে, কারণ ইহারা এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য [illegible] —এ.পি

প্রতিবাদ সভা

[illegible] সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের এক সভায় এই হাঙ্গামার নিন্দা করা হয় এবং হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্তের দাবী করা হয়। এতদ্ব্যতীত [illegible] পূর্ণ [illegible] রাষ্ট্রভাষা [illegible] দাবী করা হয়।

হাঙ্গামার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীগণ ধর্মঘট পালন করেন।

"উর্দ্দু কিছুতেই বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না"

—:O:—

মুছলিম হলের সভায় জনাব মওলানা আকরম খাঁর ঘোষণা

(ঢাকা অফিস হইতে)

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর (বিলম্বে প্রাপ্ত)।—৭ই ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ছলিমুল্লাহ মুছলিম হলে "পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা" আলোচনা করার জন্য ঢাকার শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন, "উর্দ্দুর সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট করিতেছে উর্দ্দুর নাদান দোস্ত। বাঙ্গলাদেশে উর্দ্দু ও বাঙ্গলা লইয়া যে বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহার কোনই অর্থ হয় না। বস্তুতঃ বাঙ্গলা দেশের শিক্ষার বাহন বা আফিস আদালতের ভাষা বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা হইতেই পারে না।"

তিনি বলেন, "শতকরা নিরান্নব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আম বৃক্ষের নিকট হইতে আখরোট ফল আশা করা যেমন সম্ভব নয়, বাঙ্গলা দেশেও বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা শিক্ষা বা সরকারী আফিস আদালতের মাধ্যম হিসাবে আশা করা সেরূপ অসম্ভব ব্যাপার।"

অতঃপর তিনি ঐদিনের "মর্নিং নিউজ" পত্রিকার সম্পাদকীয়ের স্থান বিশেষ হইতে পাঠ করিয়া বলেন, ইহাতে লেখা হইয়াছে যে, যাহারা অনতিবিলম্বে উর্দ্দু না শিখিবে তাহারা নিজেদের দেশেই শাসন ব্যাপারে পরবাসী হইয়া থাকিবে—এরূপ জবরদস্তি বাঙ্গলার মুছলমান সহ্য করিবে না—এরূপ কখনও আমরা হইতে দিব না।

উর্দ্দু সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আমরা বাঙ্গলার পক্ষপাতী কিন্তু উর্দ্দুরও আমরা বিরোধী নহি। আমরা উপরের দিকের শ্রেণীতে উর্দ্দু বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অবশ্যই শিখিব, যেমন বর্ত্তমানে আমরা আরবী, ফারসী বা ইংরাজী

শিখি। বাঙ্গলার পক্ষপাতিত্ব করা উর্দ্দুর বিরোধিতা করা বুঝায় না।

বিভিন্ন ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, বাঙ্গলা ও উর্দ্দু ভাষাকে আরও উন্নত করিতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষা যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে, যাহাতে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য টেকনিক্যাল পুস্তকাদি ইহাতে লিখিত হইতে পারে তজ্জন্য এখন হইতে শিক্ষাবিদদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। উর্দ্দু সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই ভাষারও সংস্কার প্রয়োজন। ইহার ব্যাকরণকে সহজ করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইংরেজ বিদ্বেষের সহিত যেন আমরা ইংরেজী ভাষাকেও এখনই বিসর্জ্জন না দেই। আমাদের ভাষাকে ইংরাজী ভাষার সম পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে এখনও বহু সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে যদি আমরা ইংরেজিকে একেবারে বিসর্জ্জন দেই তাহা হইলে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিকাল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হয়ত আরও পঞ্চাশ বৎসর ইংরেজি ভাষাকে আমাদের রাখিতে হইবে। এই ব্যাপারে আধুনিক ও প্রাচীন এই উভয় প্রকার গোঁড়ামিকেই ত্যাগ করিতে হইবে।

করাচী শিক্ষা সম্মেলন সম্বন্ধীয় পরস্পর বিরোধী সংবাদাদি লইয়া যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে জনাব মওলানা সাহেব বলেন যে, তিনি একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, করাচীতে বাঙ্গলাদেশের মতের বিরুদ্ধে কোনরূপ ভাষা চাপাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতে পারে। ঐ সভায় কে কি প্রস্তাব করিয়াছিল সম্পূর্ণ ব্যাপারের বিশদ বিবরণ তিনি লিখিতভাবে দাবী করেন।

জনাব মওলানা সাহেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে অধ্যক্ষ জহরুল ইসলাম, মিঃ আবু সুফিয়ান, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন। হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

'আনন্দ বাজার' 'ইত্তেহাদ' ও 'স্বাধীন'তার বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা

১৫ দিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া সরকারের আদেশ জারী

ঢাকা, ১৫ই ডিসেম্বর।—পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অদ্য হইতে পনর দিনের জন্য আনন্দবাজার, স্বাধীনতা ও ইত্তেহাদ এই তিনটি দৈনিক পত্রিকার পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়--"গত শুক্রবার ঢাকা শহরের অধিবাসীদের বাঙ্গলা ভাষার সমর্থক ও উর্দ্দুর সমর্থক দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মুছলমানদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির নীতিরই অংশ হিসাবে অবাঙ্গালী মুছলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কলিকাতার কতিপয় সংবাদপত্র উপরোক্ত ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদপত্রগুলি হইতেছে আনন্দবাজার, ইত্তেহাদ ও স্বাধীনতা।

এই সকল পত্রিকা তাহাদের গত-কল্যকার সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই প্রদেশের অবাঙ্গালী মুছলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করিয়াছে। এমন কি অবাঙ্গালী মুছলমান অফিসাররা এই প্রদেশে উর্দ্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ বিষয় প্রকাশ করা সংবাদপত্রগুলির পক্ষে ইহা প্রথম নহে। এদেশের মুছলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এবং শান্তিভঙ্গে উস্কানি প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত উক্তরূপ প্রচার কার্য্য সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। এইরূপ প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ভারতীয় ইউনিয়নের সংবাদপত্র ও ব্যক্তিকদের ইহা বুঝা উচিত যে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ইহার কোন অঞ্চলে তাহাদের প্রচারের অনুমতি দিতে পারে না। সুতরাং সরকার অদ্য হইতে পনর দিনের জন্য উপরোক্ত তিনটি সংবাদপত্রের পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে চান যে, ভাষা সম্পর্কিত বিরোধের সমগ্র বিষয়টিই অপ্রাসঙ্গিক এবং কোন দিক দিয়াই অবাঙ্গালী মুছলমানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই প্রদেশের রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে এই প্রদেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

দৈনিক আজাদ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

উর্দ্দুকে সাধারণ ভাষা করার জন্য সোপারেশ করা হইয়াছে মাত্র

—:০:—

পাকিস্তান শিক্ষা দফ্তরের প্রেসনোটে ঘটনা বিশ্লেষণ

শিক্ষা সচিবের নামে প্রচারিত অসত্য বিবৃতির প্রতিবাদ

করাচী, ১৫ই ডিসেম্বর।—অদ্য পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতরের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গে সম্প্রতি যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও শিক্ষা দফতরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এ সম্পর্কে শিক্ষা সচিব মিঃ ফজলুর রহমানের নামে নানাপ্রকার অসত্য বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি শিক্ষা দফতর কর্ত্তৃক আহূত সাম্প্রতিক শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ভুল ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে।

উক্ত প্রেসনোটে অবশ্য বলা হয় যে, গত শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় শিক্ষা সচিব মিঃ ফজলুর রহমান বলেন, "সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐক্য বিসর্জ্জন না দিয়াও আমরা প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করিব না বরং সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সর্ব্বাধিক পরিমাণ সমৃদ্ধি লাভের সুযোগ দিব। এই ঐক্য বজায় রাখিতে হইলে আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের একটি ভাষার প্রয়োজন। এবং এ সম্পর্কে উর্দ্দুর দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্ব প্রথম বিবেচ্য।"

উক্ত বক্তৃতায় পাকিস্তানের সাধারণ ভাষারূপে উর্দ্দুর দাবী সম্পর্কে শিক্ষা সচিব স্বীয় মতামত বিশ্লেষণ করেন।

তিনি বলেন, "সাধারণ ভাষার আভিধানিক অর্থ হইতেছে এমন একটি সাধারণ ভাষা, যাহা দ্বারা রাষ্ট্রের, নানা ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।"

শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ :—

"উর্দ্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট সোপারেশ করিতেছে।

"এই সম্মেলন মনে করে যে, বিভিন্ন স্কুলসমূহে উর্দ্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দিতেই হইবে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উর্দ্দু শিক্ষাদানের পর্য্যায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক

ও দেশীয় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই বিবেচ্য হইবে। স্কুলে শিক্ষাদানের বাহন কিংবা মাধ্যম সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণ করা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কিংবা দেশীয় রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন থাকিবে।"

উপরে উদ্ধৃত শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব ও শিক্ষা সচিবের উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিয়নের রাষ্ট্র-ভাষা কিংবা সরকারী ভাষা কি হইবে, সে সম্পর্কে সম্মেলনে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

এই দফতর প্রকাশ করেন যে, উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ভাষা সমস্যা সম্পর্কিত সকল প্রকার মতানৈক্যের অবসান ঘটাইবে এবং পাকিস্তানে একতা ভঙ্গকারী যে কোনও মনোভাবের মূলোচ্ছেদ করিবে। ---এ, পি

দৈনিক আজাদ, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

..... যাঁহারা বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে ছাড়িয়া কিংবা বাংলার স্কুল কলেজে শিক্ষার মাধ্যম (মিডিয়াম) রূপে অথবা বাংলাদেশের আইন আদালতের ব্যবহার্য্য ভাষারূপে উর্দ্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতমূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি বাংলাদেশের ত আরবী পারসী-অভিজ্ঞ মৌলভী মওলানার অভাব নাই, অতীতেও ছিল-না; কিন্তু তাঁহাদের কতজন উর্দ্দুতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন মরহূম এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব কেবল-মাত্র এই দুই জনে (অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলে) বাংলা ভাষায় যত ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমি জোরের সহিত বলিব এ পর্য্যন্ত সমস্ত বাংলা দেশের মওলানা মৌলবীদিগকে একত্র করিলেও ততখানি পুস্তক তাঁহারা রচনা করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। .....

দৈনিক আজাদ, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির জনসভা

গত ৯ই নবেম্বর রবিবার বাগবাজার রিডিং রুমে যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

"যেহেতু ভারতবর্ষে নানাভাষা প্রচলিত আছে সেই জন্য স্বাধীন ভারতে একটি রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ করা এই সভা সমীচীন মনে করেন না। বাংলা ভাষা ঐশ্বর্য্যে ও ব্যাপকতায় ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত মনে করিয়া এই সভা গণপরিষদকে রাষ্ট্রভাষা

নির্দ্ধারণের সময় বাংলা ভাষার দাবী বিবেচনা করিতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদাদানের অনুরোধ করিতেছেন।

"এই সভা পূর্ব্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও সরকারকে অবিলম্বে বাংলা ভাষা সরকারী কার্য্যে ব্যবহার করিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।"

"বিলাসীপাড়া ইন্দ্রনারায়ণ একাডেমীর গৃহে ৬০০৭ পুস্তকসহ কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত কর্তৃক অগ্নিযোগে সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হওয়ায় এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করতেছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অনতিবিলম্বে পুনর্নির্মাণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে আসাম সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

"আসামে বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে আসাম সরকার বাধ্যতামূলকভাবে অসমীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন এই সভা তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছে।"

দৈনিক আজাদ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৮

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯
২ আশ্বিন, ১৩৫৪

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতার মুসলমান সাহিত্যিকরা মিলে নতুন একটি বাংলা সাপ্তাহিক বের করছেন, এই খবর পেয়ে উৎসাহিত হয়েছি।

বলা বাহুল্য, বাঙালি সাহিত্যিকদের 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' এই দুই অংশে বিভক্ত আমি নিজের মনে কখনোই করি না ; কিন্তু ঘটনাচক্র আজ এমন ঘনজটিল হ'য়ে উঠেছে যে আপাতত এই বিভাগ মেনে নিতে হলো। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ ঘটলো বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানে ; এ-বিচ্ছেদ যে কত সুদূর-প্রসারী সর্বনাশে আমাদের উত্তীর্ণ করতে পারে, এখন তা আমাদের কল্পনারও অনায়ত্ত। এখনকার মতো, বিধাতার কাছে শুধু এই প্রার্থনা আমরা জানাতে পারি যে সে-সর্বনাশ যেন না ঘটে, কালক্রমে বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন আবার যেন এক হয়।

রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে অতিক্রম ক'রে কখনও একটি মিলনের ক্ষেত্র আছে আমাদের, একটিই আছে, একটিমাত্র। সে-ক্ষেত্র আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাষা। একমাত্র সাহিত্যই সেই শ্রীক্ষেত্র, যেখানে জাতিভেদ নেই, দেশে-দেশে সীমান্তরেখা নেই, মানুষে-মানুষে ভেদচিহ্ন নেই। কত দূর, কত অচেনা, কত বিরোধীর পরস্পরের সঙ্গে মিলন ঘটে সাহিত্যে--আর এ তো বাংলার হিন্দু মুসলমান। হিন্দু মুসলমান উভয়েই যে বাংলা ভাষা বলে, এই কি তাদের ঐক্যের অলঙ্ঘ্য পরিচয় নয়?

আমাদের এই মৌল--এবং বর্তমানে একমাত্র--মিলনক্ষেত্রেও বিপন্ন হবে, যদি রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ববাংলায় উর্দূ আর পশ্চিম বাংলায় হিন্দি স্থাপিত হয়। সে-দুর্দৈব যাতে না ঘটে, সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করার সময় এসেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যে-রকমই হোক, স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য-কোনো ভাষা যে রাষ্ট্রভাষার স্থান পেতে পারে, আধুনিক জগতে এ-প্রস্তাব অচিন্ত্য। এই সংকটকালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার দায়িত্ব হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। আশা করি আপনাদের পত্রিকায় এই বিষয়টিকে যথোচিত প্রাধান্য দেবেন।

'কাফেলা' সম্পাদক
সমীপেষু

বুদ্ধদেব বসু

কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বাংলা ভাশার সংস্কার

বিশেষজ্ঞ কমিটির চুড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহন

গত ২৩শ2 জুন ৩টায় "শইনীক অফীস2 অদ্ধাপক আবুল কাস2ম2র সভাপতীত্ত2 পাক তমদ্দুন মজলীশ কর্তরীক আহুত অ্যাক শাহিত্ত শভায় বিভীন্ন তরুন ল2খক শাহীত্ত ও রাজনীতী, বীশয়টী শম্পরক2 আলোচনা কর2ন। শভাপতীশহ প্রায় বাব জন ল2খক এই আলোচনায় জোগদান কর2ন।

আলোচনা প্রশংগ2 আলাউদ্দীন আল আজাদ বল2ন--পুরাতন হওয়া শত্ত2ও বীশয়টী শম্পরক2 আলোচনার প্রয়োজন আছে। আর্ট2র বীশুদ্ধতার নাম2 জাহারা শাহীত্তক2 বীলাশকক্খ2 শীমাবদ্ধ রাখীত2 চান, শম্পরতী আবু সাইয়ীদ আইউব শ2ইদল2র মুখপাত্তর শাজীয়াছ2ন বলীয়া তীনী অভীজোগ কর2ন।

আল আজাদ2র উক্তীর পরতীবাদ করীয়া তরীকুল আলম বল2ন—কোন বীশ2শ দলক2 খুশী রাখীত2 না পারীলেই পরগতীশীল কোন ল2খক2র বীরুদ্ধ2 পরতীকরীয়ার অপবাদ দীত2 হইব2, ইহা দুক্খ2র কথা। পরশংগক্রম2—ফরাশী ল2খক আঁদর2 জীদ2র বীরুদ্ধে সোভীয়2ট-পোশীত এই দলটীর অ্যাক চোখা মনোভাবক2 তীনী তীবরভাব2 আক্রমন কর2ন।

কবী আবুল হোস2ন তার আলোচনায় বল2ন--শংগ্রাম2র পাশ2 মানবজীবন2র চীরন্তম বরীততী পরবতীগুলীরও চীত্র থাকীল2 শে-শাহীত্ত আগামী দীন2র শর2নীহীন শমাজ2ও টীকীয়া জাইব2।

কথা শীল্পী আবু রুশদ শাহীত্ত ও রাজনীতীক2 জথাকরম2 মন ও দ2হ2র খোরাক বলীয়া অভীহীত করনে।

আলোচনার উপশংহার2 শভাপতী বল2ন—শাহীত্ত ও রাজনীতীর আলাদা অ্যালাকা থাকিল2ও, এ দুইয়2রই কারবার মানবজীবনক2 লইয়া। তথাকথীত পরগতী বা বীশুধতার নাম2 শাহীত্ত হইত2 পর2ম বা শংগরামক2 মুছীয়া দ2য়া সম্ভব নয়। তব2 নীরাশা ও মতীচ্ছন্নতা আনয়ন কর2—এরুপ শাহীত্তক2 ব2ক্তীগতভাব2 তীনী "খতীকর শাহীত্ত" নাম দীত2 চান।

শভাশ2শ2 ধন্নবাদ দীত2 উঠীয়া মজলীস-করমী তরীকুল আলম বল2ন --পুরব পাকীসতান2র ল2খক শম্পরদ্যায় করম2ই তামদ্দুনীক আন্দ2লন2র পরয়োজনীয়তা-শম্বন্ধ2 অবহীত ও আগ্রহশীল হইয়া উঠীত2ছ2ন--ইহা আশার কথা। স্টাফ রিপোর্টার

সৈনিক, ৯ই জুলাই, ১৯৫০

বাংলা ভাষা কমিটির সভ্য কে কে ?

(১) মাওলানা আকরম খাঁ—-নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি কমিটির চেয়ারম্যান।

(২) আবুল কালাম শামসুদ্দিন---আজাদের সম্পাদক।

(৩) মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী---আকরম খাঁর অন্যতম চেলা।

(৪) আদমউদ্দিন, এম এ---বাকী সাহেবের জামাই, আরবীর অধ্যাপক।

(৫) ডাঃ এস্. এম. হোসেন---ভাইস চ্যান্সেলার, আরবী অধ্যাপক— ইনি কমিটির সভায় সাধারণতঃ থাকেন না।

(৬) মাননীয় ডাঃ মালিক---করাচীর মন্ত্রী, কমিটির সভায় থাকিতে পারেন না।

(৭) মাননীয় হবিবুল্লাহ্ বাহার---শ্যামও রাখেন, কূলও রাখেন অতএব কমিটির সভায় থাকেন না।

(৮) মিজানুর রহমান----পূর্ববংগে উর্দ্দু হরফের জন্য প্রধান পাণ্ডা।

(৯) জুলফিকার আলী---উর্দু হরফের অন্যতম প্রচারক। উর্দু হরফ প্রবর্তনের জন্য কয়েক হাজার টাকা সরকার এঁকে মঞ্জুর করেছেন বলে গুজব।

(১০) অধ্যক্ষ শরফুদ্দিন---আরবী অধ্যাপক, সম্প্রতি আরবীর পেট হইতে বাংলার নয়া জন্মের জন্য কস্‌রত শুরু করিয়াছেন।

(১১) মাজদুদ্দিন আহমদ--- সিলেটের পেনসন প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল। স্বাধীন মতামত না থাকাই স্বাভাবিক। পার্শীর অধ্যাপক, বাংলা লিখিতেই জানেন না।

(১২) মোহিনীমোহন দাস---পরলোকগত।

(১৩) গোলাম মোস্তফা—এঁকে সম্প্রতি কমিটির সেক্রেটারী পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

বাকী ৩ জন—ডাঃ শহীদুল্লাহ, আবুল হাসানাত ইসমাইল ও অধ্যাপক গণেশ বসু।

———

ইহা কি সত্য

যে ভাষা কমিটির রায় প্রকাশের পূর্বেই উর্দু হরফ চালু করিবার উদ্দেশ্যে ৩৫০০০্ টাকা ব্যয়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলো ট্রেনিং সেন্টার খুলিবার আয়োজন হইতেছে? অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য শিক্ষালয় তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে এইসব অকারণ অর্থ অপব্যয় কি জঘন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়?

সৈনিক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

বাংলা হরফের উপর কোন শয়তানী হামলা বরদাশত করা হইবে না

আবদুল গফুর

পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দূনের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য এক শয়তানী চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। বাজারে জোর গুজব, ঢাকাতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেশষ্টা বোর্ডের যে সভা বসিবে তার একটি প্রস্তাবে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। গুজবটি সত্য হইলে, কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ......

সৈনিক, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯

সংস্কৃতি-হত্যার ষড়যন্ত্র?

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারকোটি বাসিন্দার মাতৃভাষা বাঙলার লিপি-সমস্যা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং তস্য লেজ প্রাদেশিক সরকার এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। বাঙলা ভাষার লিপি নিয়া তেমন কোন জটীল সমস্যা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না---কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গোপন পরিকল্পনা অনুসারে তাহাকেই একটা ভীষণ সমস্যারূপে দাঁড় করানো হইয়াছে; দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য যখন সুষ্ঠু গঠন-মূলক কাজে শিক্ষাবিভাগের সকল প্রয়াস নিয়োজিত হওয়া উচিত, সেই সময় সমস্ত শক্তিকে আনিয়া কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে লিপি-সমস্যার উপর। যুক্তি আর কিছু নয়, মুসলিম জাহানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ঘনিষ্ঠতরো করি-বার জন্য বাঙলা ভাষার পক্ষে আরবী লিপি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই---ইহাই উর্দ্দুভাষী স্ত্রী-বিদ্যা ও স্ত্রী-বুদ্ধি এদেশের শিক্ষামন্ত্রী, প্রাদেশিক শিক্ষা সেক্রেটারী মিঃ করিম ও ডিপুটি সেক্রে-টারী মিঃ মিজানুর রহমানের মতো আরবীর পাণ্ডাদের স্থির-বিশ্বাস। এই তিন মহারথীই দেশের নানাস্থান হইতে অজ্ঞাত কুখ্যাত কতকগুলি আজ্ঞাদাস জুটাইয়া লইয়া লিপি-যুদ্ধে গদা ঘুরাইতে সুরু করিয়াছেন।

সৈনিক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

ভাষা আন্দোলন চুক্তি কার্য্যকরি কর

ডাঃ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খান ও ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন সমবায়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকাল সাড়ে তিন টায় প্রধান মন্ত্রী নুরুল আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলা ভাষাকে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করার দাবীতে অধ্যাপক, এম, এল, এ, এম, সি, এ, সরকারী কর্ম্মচারী, সাহিত্যিক, আইনজীবি, প্রকাশক ও ছাত্রদের সাক্ষর যুক্ত এক স্মারক লিপি পেশ করেন। প্রধান মন্ত্রী উক্ত আবেদন কার্য্যকরি করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন যে কেরানীদের কেহ কেহ বাংলা ভাষায় নোট লিখিতে অসুবিধায় পড়িতে পারেন। প্রতিনিধিগণ তাহার জওয়াবে বলেন যে কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে ইংরেজী ও বাংলায় নোট লেখার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে এই সময়ের মধ্যে তাহারা শিখিয়া লইতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড প্রভৃতি সায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনো বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু না হওয়ার অভিযোগ করিলে, জনাব ইব্রাহির খান সাহেব মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে বাংলা এবং ইংরাজীতে নোট লিখিবার জন্য শীঘ্রই নির্দেশ দিবেন বলিয়া জানান।...

সৈনিক, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

আরবী হরফে বাংলা

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

...বাংলা বাম ধার থেকে ডাইনে এবং আরবী ডান ধার থেকে বামে লেখা হয়, এটা বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার না মনে করলেও চলে। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যে, বাংলার সমস্ত বর্ণধ্বনি (letter-sound) লিখবার জন্যে আরবী হরফ পাওয়া যায় না। বাংলা খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ধ, প, ষ, ড়, ঢ়, ং, ও ঃ'র আওয়াজ আরবী হরফে লেখা সম্ভব নয়।

... এসব আওয়াজ আরবীতে লিখতে হ'লে নতুন হরফ তৈরী ক'রে নিতে হবে, যেমন পারসী ভাষা এবং পরে হিন্দুস্তানী (বা উর্দু) ভাষা আরবী হরফে লেখার জন্যে করার প্রয়োজন হয়েছিল! কিন্তু এই ঝামেলার সার্থকতা কি?

প্রাচীন ইরাণী ভাষা ইরাণে আরব বিজেতাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তার নিজস্ব হরফে লেখা হতো। ভারতবর্ষের হিন্দুস্তানী বা হিন্দী ভাষাও মুসলিম আমলদারির আগে তার নিজস্ব বর্ণমালা দেবনাগরীতে লেখার রেওয়াজ ছিল। মুসলিমরা রাজনৈতিক প্রাধান্যের শক্তিতে ইরাণের নিজস্ব বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করলেন এবং তার জায়গায় আরবী হরফ কাজে লাগালেন। কিন্তু ইরাণী ভাষার সবগুলো বর্ণধ্বনি আরবী হরফে লেখা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা আরবী বর্ণমালার ক'টা নতুন হরফ যোগ করলেন। এর ফল ফললো তিনটা। প্রথমতঃ, ভিন্ন একটা ভাষার প্রয়োজনে আরবী হরফের সংখ্যা বেড়ে গেলো। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন ইরাণী বর্ণমালা, যা আরবী হরফের তুলনায় ইরাণী ভাষার পক্ষে বেশী উপযোগী এবং ইরাণী ভাষার ব্যাকরণের দাবী পূরণ করতে বেশী সক্ষম ছিল, তা চিরদিনের জন্যে নির্বাসিত হলো। তৃতীয়তঃ, আরবী হরফের নিজস্ব প্রকৃতির জন্যে ইরাণী ভাষার বহু শব্দের উচচারণে ধ্বানিক বিশুদ্ধতা (phonetic correctness or exactitude) রক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। ভারতীয় হিন্দুস্তানী বা হিন্দী ভাষার-বেলাতেও এই সব ফল ফললো; তবে মুসলিমদের প্রভুত্ব-শক্তির প্রবলতা সত্ত্বেও তার নিজস্ব বর্ণমালা, দেব-নাগরী, নির্বাসিত হলো না; কেননা মুসলিম অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষ যাদের দেশ ছিল, সেই বিরাট, সুশিক্ষিত ও কৃষ্টি সম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মভাষা সংস্কৃতের বর্ণমালা ছিল দেবনাগরী।

জগতে আরো দু'টি ভাষা আরবী হরফে লেখার চেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল।

একটা হ'লো ভারতের পশ্চিম প্রান্তবর্তী সিন্ধীভাষা; অন্যটা তুরস্কের তুর্কী ভাষা। এ দু'টো ভাষাতেও আরবী হরফ প্রবর্তনের ফল ইরাণী ও হিন্দী ভাষার মতোই ফলেছিল।...

বাংলা ভাষায় আরবী হরফ চালু করার জন্যে যাঁরা ওকালতী করছেন, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা এর পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থিত না ক'রে শুধু পূর্ববংগের সংখ্যাবহুল লোকদের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা পাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, হরফুল্-কোরআন—মানে, কোর্আনের হরফে আমাদের মাতৃভাষা লিখতে হবে। এ-রকম কথায় ভাষা-তত্ত্বে অজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মার্ত লোকরাই ভিজতে পারে, আর কেউ নয়। কোর্আন আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হ'লেও সেই কারণে আরবী ভাষা বা আরবী হরফ পবিত্র হ'য়ে পড়ে কেমন ক'রে, বোঝা শক্ত। আর যদি আরবী ভাষা বা হরফ পবিত্রই ধ'রে নে'য়া যায়, তার জন্যে আরবী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠিভুক্ত ভাষা—বাংলা সেই হরফে লিখতে হ'বে এমন কথা আসে কোত্থেকে? তা হলে চীন, রাশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এবং অন্যান্য অন্-আরবীভাষী দেশে যে কোটী কোটী মুসলিম রয়েছে, তাদের মাতৃ-ভাষগুলোও আরবী হরফে লেখা 'ফরজ' হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এমন অদ্ভুত কর্মকে তাঁরা 'ফরজ' মানতে রাজী হবেন কি? যদি রাজী না হন এবং রাজী না হলেও যদি তাঁদের দ্বীনদারী বজায় থাকে, তা হলে ধর্মান্ধতাকে উস্কানি দিয়ে, তার প্রমত্ততার সাহায্য নিয়ে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের বেচারী মাতৃ-ভাষার ওপর জীবনঘাতী অস্ত্রোপচারের এ অপচেষ্টা কেন?...

দিলরুবা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

শেখ মুজিবর রহমান কী বলিয়াছেন?

মুজিবর রহমান সাহেবের কথা হইতে নিম্নলিখিত সত্যগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে:—

(১) ১৬টি স্বয়ং-স্বাধীন রাষ্ট্র থাকা স্বত্ত্বেও সৌভিয়েট ইউনিয়নে ১৬টি রাষ্ট্রভাষা চলে নাই; পরিষ্কার দেখা গিয়াছে এতগুলি রাষ্ট্রভাষা লইয়া রাষ্ট্র চালনা অসম্ভব।

(২) রাষ্ট্রভাষা একাধিক হইলেও হরফ একাধিক হইতে পারে না, হইলে নানা অসুবিধা দেখা দেয়।

(৩) ১৬টি রাষ্ট্রভাষাকে কাটিয়া মাত্র তিনটিতে আনা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন ভাষা-আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই। যে সব রিপাবলিকের ভাষা কাটা গিয়াছে, তাহাদের নিষ্ক্রমণ-ক্ষমতা (Power of Cecession) থাকা সত্ত্বেও তাহারা ইউনিয়ন হইতে বাহির হইয়া যায়

নাই। বৃহত্তর রাষ্ট্রকল্যাণে তাহারা নিজেদের দাবী ত্যাগ করিয়াছে।

(৪) তিনটি রাষ্ট্রভাষা রাখিয়াও সোভিয়েট রাশিয়া অসুবিধা বোধ করিতেছে এবং সমগ্র ইউনিয়নের জন্য এখন মাত্র একটি রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার দ্বারা একক রাষ্ট্রভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইতেছে।

(৫) সমস্ত রাষ্ট্রভাষার হরফ সিরিলিক (Cyrillic) করা হইয়াছে। ইউনিয়নের অন্যান্য রিপাবলিকগুলি তাহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা দ্বারা একক লিপির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।

এই আলোকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও লিপি-সমস্যার আলোচনা করিলে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার' দাবী অথবা পাকিস্তানে দেবনাগরী হরফ সংরক্ষণের দাবী কি নিতান্তই অসার বলিয়া মনে হয় না? পাকিস্তান পাঁচটি প্রদেশ-বিশিষ্ট একটি একক রাষ্ট্র; ইহা কোন ইউনিয়ন নয়; কাজেই ইহার জন্য মাত্র একটি রাষ্ট্রভাষাই যে হইবে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। তা ছাড়া লিপি যদি একই হয়, তবে সে লিপি যে আরবীই হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানের ৭টি ভাষার ৬টিই আরবী হরফে লিখিত হয়; একমাত্র বাংলা ভাষাই ভারতীয় (দেবনাগরী) লিপিতে লেখা হয়। তমদ্দুনিক পুনর্গঠন করিতে গেলে আরবীকে বাদ দিয়া কি দেবনাগরীকে রাখা সম্ভব না সঙ্গত হইবে?

তমদ্দুন-মজলিস এবং রাষ্ট্রভাষা কর্ম্মপরিষদের কর্ম্মকর্তাগণ সকলেই চিন্তাশীল ও উচ্চশিক্ষিত; কেহই তাঁদের অবুঝ নন। রাষ্ট্রের কল্যাণ-চিন্তা তাঁহারাও করেন। কেন তবে রাষ্ট্রভাষা লইয়া অহেতুক আমাদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হইবে? আমরা এই ভাষা-সমস্যার সমাধানের ভার জনাব অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের উপরই ন্যস্ত করিতেছি। সোভিয়েট রাশিয়ার পরীক্ষিত সত্যগুলি (expirement) সামনে রাখিয়া তাঁহারাই বলুন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যার সমাধান কিরূপ হইবে। যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তবে তাহাদের সিদ্ধান্তই আমরা মানিয়া লইব।

আমাদের অনুরোধ 'সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম্মপরিষদ' নিজেদের মধ্যেই আগে স্থির করুন—কী তাহারা চান। এলোমেলো ভাবে আজ একটি কাল একটি দাবী করিলে কোনই কাজ হইবে না। অন্ধভাবে সমগ্র সমাজকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লওয়াও তাঁহাদের পক্ষে শোভন হইবে না।......

সম্পাদকীয়, 'নওবাহার'
চৈত্র, ১৩৩৯

সংকলন

পাকিস্তানে ৭টি রাষ্ট্রভাষা হওয়া কি সম্ভবপর ?

গত ১১ই মার্চ, ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে"র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহীত সভায় ভাষা-আন্দোলনের বিভিন্ন গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। বাংলা ও উর্দুর সংগে অন্যান্য ভাষাকে "রাষ্ট্রভাষা" করিবার দাবী তুলিয়া যাহারা ভাষা আন্দোলনকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ তাহাদের অপচেষ্টা সম্বন্ধে সকলকে হুশিয়ার করিয়া দেন এবং ঘোষণা করেন : ইহা বাংলা ভাষার আন্দোলনকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করার শামিল।

বহু ভাষার প্রশ্ন সর্ম্পকে আলোচনা

আলোচনা-সভা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে যখন পাকিস্তানে দুইটির অধিক রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনা শুরু হয় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল গফুরের "পাকিস্তানে বহু ভাষার প্রশ্ন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া। জনাব গফুর এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়া দেন যে, ৭টি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা শুধু মারাত্মক নয় ভাষা আন্দোলনের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। পূর্ব-পাক যুবলীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব আবদুস সামাদ ও দৈনিক "সংবাদ" এর (পূর্বতন) সহ-সম্পাদক জনাব গোলাম মুস্তফা ব্যতীত অন্য সকল বক্তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে শুধু বাংলা ও উর্দুর দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। জনাব সামাদ বলেন, পাকিস্তানে যতগুলো ভাষা আছে সে-সকল ভাষারই সমান মর্যাদা দিতে হইবে।

নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করার দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তানে যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল, তার জন্য আমাদের বহু তরুণ বন্ধু অনেক ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিয়াছেন। তাঁদেরে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জানাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পূর্ব-পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ তরুণদের সহিত এ ব্যাপারে সদ্ব্যবহার করেন নাই, এজন্য তাঁদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। যাঁরা পাকিস্তানের অকুতোভয় বীর সৈনিক এবং আজ পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিতে যাঁরা হৃদয়শোণিত দান করিতেও সমুৎসুক, তাঁদেরই একটী গণতান্ত্রিক নিরীহ দাবীকে চাপা দিবার জন্য পুলিশের ব্যাটন, বন্দুক, সংগীন বা কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার কিম্বা শাসন-

কর্তৃপক্ষের ১৪৪টি ধারা প্রয়োগ কেউই সমর্থন করিতে পারেন না। তবে আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের নেতাদের অতঃপর অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীর বুদ্ধির সহিত কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা রাষ্ট্রের বিপদ ঘটিতে পারে। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে মুসলিম সমাজ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার হাতেই নেতৃত্বের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছে এবং প্রত্যেকটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকেই নির্ভুল ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সেই কায়েদে আজমই পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল। তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা, কুটনীতিজ্ঞান ও সতর্ক দৃষ্টির উপরেই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পাকিস্তানী মুসলিম তরুণরা আজকার পরিস্থিতিতে কোনোক্রমেই তাঁকে তাঁদের অকুণ্ঠ আনুগত্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। আর তা যদি তাঁরা না করিতে চান ---(আমাদের বিশ্বাস তাঁরা তা চান না), তা হইলে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কেও কায়েদে আজমের সিদ্ধান্ত তাঁদের মানিয়া নিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসিয়া কায়েদে আজম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইতে পারে; তবে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে সে সম্বন্ধে এই প্রদেশের জনপ্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের ধারণা এই যে, গণতন্ত্রের নামে কায়েদে আজমের এই ঘোষণার সমালোচনা করিয়া কোনো লাভ হইবে না।....

সাময়িকী, সওগাত,
বৈশাখ, ১৩৫৫

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের বক্তৃতার অংশবিশেষ (পার্লামেন্টে)

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

জনাব স্পীকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্ব্বে আমি আপনার কাছে একটী নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশা ভরসার স্থল, পুলিশের গুলীর আঘাতে জীবন লীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে enquiry তারপর হাউস চলবে।......

Mr. Speaker : Order, Order. I hope you will proceed according to the rules of business of the House :

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Leader of the House আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তা না হলে আমরা House চলতে দেব না। সেখানে কি অবস্থা হয়েছে আগে জানতে চাই।......

Mr. Speaker : I hope, honourable members will proceed in a regular way. If the members want to hear the leader of the House in the matter, I would ask him if he has got any thing to say.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish : আপনার order বুঝি না। আপনার order মানব না।......

Leader of the house প্রথমে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দেবেন তারপর Assembly বসবে।...

Mr. Speaker : Order, Order, you have no right to disobey the chair. Please take your seat.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish : Leader of the House আগে গিয়ে দেখে এসে বিবৃতি দিবেন তারপর House কাজ চলবে।....

Mr. Speaker : Order, Order, Do you mean to say that you will not allow any body else to speak? You are obstructing the proceedings of the House.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

Leader of the House গিয়ে enquiry করে আসুন, তারপর House বসবে তার পূর্ব্বে নয়।

Mr. Speaker Order, Order. Mr. Tarkabagish I am very sorry. I may be compelled to take action under rule 16 (2) of the East Bengal Legislative Assembly Procedure rules, if you do not obey the chair.

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

যে কোন action নিতে পারেন। আমাদের দাবী leader of the House গিয়ে দেখে এসে বলুন পরিস্থিতি কি ?

Mr. Speaker : Order, Order, Pleaset ake your seat. I request you not to prevent others from speaking .....

(The House was then adjourned for fifteen minutes).

(After adjourment)

Maulana Abdur Rashid Tarkabagish :

যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়া আপনার মধ্যতায় সকল মেম্বরের কাছে পরিষদ গৃহত্যাগে আবেদন জানাচ্ছি।......

রক্ত আখর, ১৯৫৭

যেন ভুলে না যাই

খোন্দকার গোলাম মুস্তফা

......২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে "বেলতলায়" মিলিত হন। তখন ইদানিংকালে সর্বজন বিশ্রুত "আমতলার" খ্যাতি ছিল না। এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছাত্র-জনতা অতঃপর আমতলায় সমবেত হলো। ছাত্র-নেতা গাজিউল হক সে মহতীসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্ররা শামসুল হকের বক্তব্য শুনলো, কিন্তু তারা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হল না। তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে কড়া পুলিশ পাহারা।

এ সময়ে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আব্দুস ছামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশ জন দশ জন করে বের হবে। এটা এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটির অর্থ হলো এই যে, এতে এক দিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অপরদিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানো সম্ভবপর হবে।

ছাত্ররা এ প্রস্তাব মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। দশজন করে ছাত্র বের হতে লাগলো আর পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। কাঁদুনে গ্যাসের এক একটি শেল ছাত্রদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। এরপর পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের এ খণ্ড যুদ্ধের স্থান বদলে গেল। মেডিকেল কলেজ গেট, মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেল ও তার চারিদিকের এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল। এসব স্থানে বেপরোয়া লাঠি চার্জের ফলে বহু ছাত্র আহত হলো।

বেলা তিনটা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বাইরে সদস্যদের নিকট ছাত্ররা পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদ জানায় এই সময়।

আনুমানিক বেলা ৩টার সময় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের সামনে গুলী চালায়। গুলীতে জব্বার আর রফিকউদ্দিন প্রাণ দেয়। এদের মধ্যে একজন ছিল নিকটবর্তী একটি হোটেলের 'বয়'।

এরপর ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এম এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আবুল বরকত মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের এক নম্বর শেডের

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনে। বুলেট তার উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর রাত আটটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়।

বরকত আর অন্যান্য শহীদদের মৃত্যুর খবর দাবাগ্নির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পরিষদ ভবনেও বাইরের ঢেউ লাগে। উত্তেজিত পরিষদে খয়রাত হোসেনের মুলতবী প্রস্তাব সমর্থন করেন সরকার পক্ষীয় সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন নির্লজ্জভাবে পুলিশের গুলী চালনা সমর্থন করেন। ফলে মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন তৎক্ষাণাৎ মুসলিম লীগ পার্টি থেকে পদত্যাগ করে খয়রাত হোসেনসহ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। শামসুদ্দিন সাহেব পরদিন পরিষদ সদস্যপদেও ইস্তেফা দেন।

ওদিকে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরী ভেংগে পড়ে শোকে। হাজার হাজার মানুষ চলে মেডিকেল কলেজের দিকে। সারা বিকাল সারারাত জনস্রোতের আর বিরাম নেই। শোকাভিভূত জনতা শ্রদ্ধা জানায় শহীদদের প্রতি। মেডিকেল কলেজ নয়, যেনো তীর্থস্থান।

একুশের ঘটনাপঞ্জী

কবিরউদ্দিন আহমদ

২১শে ফেব্রুয়ারী

......এই দিন সকাল থেকেই সহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কর্মীদের প্রবল প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কর্মীদের ইঙ্গিতেই সহরের সকল অঞ্চলের দোকানপাট গাড়িঘোড়া যান-বাহন স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে হাজির হল। প্রায় সাড়ে বারটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জবাবে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবদুল মতনি আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায়ক্রম ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতা-মতের উপরই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য ছাত্রদের এই সভায় বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কিত ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে টিকতে না পেরে তিনি তার সহকর্মীগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতঃপর ব্যাপকতম পর্যালোচনার পর ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবেল কররার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সুদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করে।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে "দশজনী মিছিল" বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরেই সারি-বদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল সরকারী আই, বি ও পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম দশজনী মিছিল শ্লোগান দিয়ে বের হতেই এক ঝাঁক পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে রাখে। দেখতে দেখতেই অসংখ্য ছাত্রদের গ্রেফতার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার

জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পুকুরের দিকে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই তখন কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ভেতর। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে লাগল। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে মেডিক্যাল কলেজ গেটে ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্যত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম, এল, এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজ গেটের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ল আর তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ল। হোষ্টেল প্রাঙ্গণের ভেতরে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিকে থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনা স্থলেই আবদুল জব্বার আর রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

গুলিচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইক দিয়ে তখন বর্বর পুলিশি হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইনপরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবী জানান হয়। ১৪৪ ধারার নামনিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলিচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে সহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস আদালত সেক্রেটারিয়েট বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। সহরের সমস্ত লোকজন তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে দলে দলে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতেগলিতে যেন তখন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবলবেগে। মেডিকেল হোষ্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত

বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে তখন শহীদানের নাম ঠিকানা ঘোষণা করা হয়। সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন তদমুহূর্তেই সমস্ত ভয়-ত্রাস মুছে গেছে, চোখে মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের কংগ্রেসী ও অন্যান্য বিরোধীদলের সদস্যরা নুরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলিচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করে এবং পরিষদ মুলতুবী রাখার দাবী জানান। নুরুল আমিন ধৃষ্টতার সঙ্গে বলে ওঠে, "কয়েকজন ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি। আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।" পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠল। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, "আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদত বরণ করেছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না" এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

রাত্রে সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। সহরে আর সহরতলীর হাজার হাজার মেয়েপুরুষ সেই রাত্রে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে দেখতে আসে। দেখে মনে হত যারা শহীদ হল তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্যভূমিকে।..........

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন, ১৯৫৩

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলি

আবুল হাশিম

.. .. .. আমার জন্ম হয়েছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী রাত্রি ৪র্থ প্রহরে আলো অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক এমনি সময়েই পুলিশ আমার বাড়ি ঘেরাও করলেন এবং আমি হলাম রাজবন্দী। আমাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল সুত্রাপুর থানায়। আমি গিয়ে দেখলাম আমার সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত আছেন মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ শ্রী মনোরঞ্জন ধর ও খয়রাত হোসেন। আমাদের সকলকেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে উপস্থিত করা হল। অল্পক্ষণ পরেই ঢাকা জেলে উপস্থিত হলেন অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও পরলোকগত অধ্যাপক অজিতগুহ। দিনদুই আমরা একসঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ রাত্রিতে আমাকে একা সিলেট জেলে স্থানান্তরিত করা হল। সাড়ে চার মাস সিলেট জেলে থাকার পর আমাকে পুনরায় ঢাকা জেলে আনা হল। এবার দেখলাম ঢাকা জেলে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আবদুল রশিদ তর্কবাগিশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, মরহুম শামসুল হক, মুনির চৌধুরী, অজিত-গুহ, তোয়াহা, ওলি আহাদ প্রমুখ। পনের মাস পর একে একে সকলে মুক্তিলাভ করলেন, কেবল আমাকেই মুক্তি দেওয়া হল না। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। গোলাম মুহম্মদের এই নয়া ব্যবস্থার ফলেই আমাদের মুক্তি দেওয়া আরম্ভ হল। সর্বশেষে আমিও মুক্তি পেলাম রমজান মাসের এক সন্ধ্যায়। এই হল ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে আমার জড়িত হবার সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

মন্ত্র শুনেছি শোণিতে, ১৯৭২

ষড়যন্ত্রের গোড়ার কথা

এম. শামসুল আলম

.....কথাগুলো আমার মনঃপুত হলো। উভয়ে একত্রে রাস্তা ঘুরে পুনরায় মেডিকেল কলেজে গেলাম। সেখানে নেতৃস্থানীয় সকল বন্ধুদিগকে দেখতে পেলাম। গোলাম মাওলাকে দেখলাম পাগলের মত ছুটাছুটি করতেছে, মৃতদেহ-গুলো বারান্দায় পূর্ববৎ পড়ে আছে অবশ্য কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এ করুণ দৃশ্য দেখে মনে হল যেন সমস্ত আকাশ বাতাস একেবারে ঝীম খেয়ে গেছে। আমরা সকলে পরামর্শ করে ঠিক করলাম রাত্রে ২০/২৫ জন ছাত্র মেডিকেল কলেজে থাকবে এবং মৃতদেহ পাহারা দিবে কারণ আমাদের একটা গোপন সন্দেহ হয়েছিল যে মৃতদেহগুলি পরদিন সকালে আমাদের হাতে নাও আসতে পারে। রাত্র অনুমান ১০টা পর্যন্ত আমরা নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই সেখানে ছিলাম। হঠাৎ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রিন্সিপাল সাহেবের আদেশ মতে মৃতদেহগুলো বারান্দা হতে এনাটমি রুমের ভিতর নিয়ে টেবিলের উপর রাখা হলো। প্রিন্সিপাল সাহেব অত্যন্ত সহানু-ভূতিশীল ও দরদের মন নিয়া আমাদের নিজ নিজ বাসস্থানে গিয়া বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা আমাদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করে বললাম যে স্বৈরাচারী সরকারের লোকেরা রাতের অন্ধকারে মৃতদেহ গোপন করে ফেলতে পারে। প্রিন্সিপাল সাহেব দুঃখের হাসি হেসে বললেন "দেখুন আমিও মানুষ আমারও ছেলেমেয়ে আছে" (কথাটা ইংরেজীতে বলেছিলেন) তখন আমাদের অনুরোধে তিনি রাত্রে মৃতদেহগুলি পাহারা দেওয়াবেন বলে আশ্বাস দিলেন। সাব্যস্ত হলো পরদিন সকাল ৮টায় প্রিন্সিপাল সাহেব নিজে উপস্থিত থেকে মৃতদেহগুলি আমাদের কাছে ফেরত দেবেন এবং আমাদের উপস্থিতিতেই তিনি এনাটমি রুমের দরজায় তালাবদ্ধ করালেন। প্রিন্সিপাল সাহেব জোর গলায় তাহার মনুষ্যত্বের বড়াই করলেন কিন্তু স্বৈরাচারী যাতা কলের নিষ্পেষণে তাহার মনুষ্যত্বের কোন মূল্যবোধ সেইদিন রইল না। দুঃখের বিষয় প্রিন্সিপাল সাহেব নিজেই জানতেন না যে অশুভচক্র বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর সেই অশুভচক্রের অজ্ঞাত হস্তের ইসারায় প্রিন্সিপাল সাহেবের মনুষ্যত্ব বোধকে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। আপাততঃ আমরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে চলে এলাম।

নিয়তিকে বিশ্বাস করার মত বয়স তখনও আমাদের হয় নাই। তবে এটা বুঝি, সময় সময় কাজের চাপে মানুষ সাইকেলের চাকার মত ঘুরতে ঘুরতে একটার পর একটা কাজ এমন সুন্দরভাবে করে যায় যে মনে হয় সবকিছু পূর্ব্ব পরিকল্পিত। মধুর রেস্তোরায় বসে আমরা পরদিনের কর্ম্মসূচি প্রণয়ন করলাম। রাত্রেই মাইক যোগে সমস্ত ঢাকা সহরে প্রচার করে দিলাম যে, পরদিন সকাল ৯টায় মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের সামনে জানাজার নামাজ আদায় করে মিছিল সহকারে মৃতদেহ নিয়ে আজিপুর গোরস্থানে যাব। সমস্ত রাত্রে ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, মেডিকেল হোষ্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলের ছাদে মাইক লাগিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের কীর্ত্তি প্রচার করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন সমস্ত হরতাল ঘোষণা করা হল। হরতাল শুধু হরতাল। ঢাকা শহরের সমস্ত অলি-গলিতে হরতাল বয়ে গেল। কান্নার রোলে ঢাকা শহর বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। যাহার দিকে তাকাই, দেখি শুধু মলিন বদনে কি যেন চিন্তা ভাবধারা নিয়া সম্মুখের দিকে চলছে। ঢাকার সমস্ত প্রাণচাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেল। হিন্দুমুসলমান আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে সকাল ৯টায় মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয় এবং ঢাকার সমস্ত আলীম, ওলামা ও মাওলানা সাহেবদেরে জানাজা নামাজে শরিক হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টায় আমরা সকলে জানাজা পড়বার জন্য কলেজে যাই এবং সাথে সাথে গোলাম মাওলা ও কয়েকজন ছাত্র দৌড়ে এসে আমাদিগকে জানাল যে এনাটমি রুমে কোন মৃতদেহ নাই। এনাটমি রুমের সামনে গিয়া দেখি তালা বন্ধ। গোলাম মাওলা ও গাজিউল হক প্রিন্সিপাল সাহেবকে আনতে গেল। আধ ঘণ্টা পর প্রিন্সিপাল সাহেব আসলেন। তাহার মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন অপরাধী সেজেই তিনি এসেছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে অতীব দুঃখের সহিত তিনি জানালেন যে, রাত্রি ১টার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পশু-শক্তির দালালদের নির্দ্দেশে কুর্মিটোলা সামরিক ক্যাণ্টনমেণ্ট হতে জনৈক মেজরের তত্ত্বাবধানে সামরিক বাহিনীর লোকজন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনধিকার প্রবেশ করতঃ মিলিটারী গাড়ীতে করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনাটমি রুম হতে ছয়টি মৃতদেহ নুরুল আমিন সরকারের আদেশ মোতাবেক নিয়া যায়। সৈন্য বিভাগের লোকজন ইহাও জানাচ্ছে যে কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে উক্ত মৃতদেহ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করবার জন্য আদেশ দিয়াছে! (বলা বাহুল্য রাতের অন্ধকারে)-----------

ষড়যন্ত্রের গোড়ার কথা, শহিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২

ভাষা আন্দোলনে বগুড়ার অবদান

মোহাম্মদ নূরুল হোসেন মোল্লা

.....এই সভার পর পরই আমাদের মধ্যে অন্যতম 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার' দাবী সম্বন্ধে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা চলতে থাকে এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের প্রারম্ভে ফুলবাড়ীর জনাব মোখলেছার রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা কয়েকজন যথা, মোখলেছার রহমান সাহেব, আমি, গোলাম মোহাম্মদ মহীউদ্দিন, আব্দুল মতিন, জালাল উদ্দীন আকবর,—অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন কর্মী পরে কমুনিষ্ট পার্টির কর্মী (বুটু), হারুন-অর রশীদ প্রভৃতি কয়েকজন। বাদুড়তলায় মরহুম আলীম উদ্দীন মোক্তার সাহেবের কথায় তাঁর বৈঠকখানায় জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এক আলোচনায় সভায় বসি, এবং সেখানেই সাব্যস্ত হয় যে, বগুড়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক করে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। আমি ছাত্রলীগের তরফ হইতে, হারুণ সাহেব যুবলীগের তরফ হইতে, মহিউদ্দীন রাজনৈতিক দলগুলির আর মোখলেছার সাহেব শ্রমিকদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চালাইবার দায়িত্ব নিয়ে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৫২ সাল বগুড়া থানা রোডে মরহুম আব্দুস ওহাব খলিফা সাহেবের তিনতলা বাসার নিচের তলায় একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে। একটি জেলা ভিত্তিক আন্দোলন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। বগুড়ার গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ওহাব সাহেবের বড় ছেলে জনাব আব্দুল শহীদ সাহেবের স্থান অপরিসীম। ১৯৪৮ সালে যখন বগুড়া প্রগতিশীল ছাত্রদের দ্বারা রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ও উত্তর বঙ্গে ইউনিভার্সিটির দাবী নিয়ে স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্ররা বিরাট মিছিল সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল তখন তদানিন্তন ক্ষমতাশীল (মুসলিম লীগ) দলের গুণ্ডারা পূর্ব প্রস্তুতি মত লোহার ডাণ্ডা নিয়ে মিছিলের পুরভাগে পতাকা হস্তে অবস্থিত জনাব শহীদ সাহেবের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে ও তার মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান। স্বাধীনতার পর বগুড়ায় সেই প্রথম রক্তপাত। তারপর থেকেই ওহাব সাহেবের প্রতিটি প্রগতি-শীল আন্দোলনে নৈতিক মৌল সমর্থন পেয়েছে। -------

উন্মেষ, ১৯৭৮

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ

জনাব ফয়েজ আহমদ	সভাপতি
ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন	সদস্য
ডঃ আনিসুজ্জামান	,,
জনাব আহমদ রফিক	,,
জনাব হাসান হাফিজুর রহমান	,,
জনাব সরদার ফজলুল করিম	,,
জনাব ইমদাদ হোসেন	,,
জনাব আবুল মনসুর মুঃ আবু মুসা	,,
ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	,,
জনাব গাজীউল হক	,,
জনাব অলি আহাদ	,,
জনাব মোহাম্মদ সুলতান	,,
জনাব বদরুদ্দীন উমর	,,
জনাব হাবিবুর রহমান	,,
জনাব এম. আর. আখতার	,,
জনাব আবদুল মতিন	,,
জনাব শামসুল আলম	,,
ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ	,,
ডঃ বদিউজ্জামান	আহ্বায়ক

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পাদনা পরিষদ

ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন	সভাপতি
ডঃ আহমদ শরীফ	সদস্য
ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার	,,
জনাব ফয়েজ আহমদ	,,
ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	,,
ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	,,
ডঃ বদিউজ্জামান	আহ্বায়ক